ভূমিকা

সাহিত্যের সমস্ত শাখার মধ্যে নাটকেই বস্তুরস ও জীবনরস সবচেয়ে বেশী। গল্প উপন্যাসে জীবনের স্বচ্ছতাকে মাঝে মাঝে ঢেকে রাখা গেলেও নাটকে তার অবকাশ একেবারেই নেই। তাই নাটকের সফলতায়, নাটকের রসোত্তীর্ণতায় সাহিত্য-শিল্পের বেশ একটু সূক্ষ্ম কারিগরির প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্রের গল্প-সাহিত্যের নাট্য-রূপায়ণে এই শিল্পগত কৃতিত্বের প্রয়োজন সবিশেষ। কারণ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যে জীবনকে দেখেছেন, যার অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশ করেছেন, তাঁর সাহিত্যে কেবল তাকেই তিনি এঁকেছেন। বুদ্ধি বা কল্পনা তাঁর কথাসাহিত্য সৃষ্টির হাতিয়ার নয়, অনুভূতি ও সহমর্মিতাই তাঁর সৃষ্টি-প্রেরণার উৎস। তা ছাড়া, সমাজের একেবারে তলার মানুষগুলোর ব্যবহারিক ও অন্তর্জীবনকে যেভাবে তিনি চিত্রায়িত করেছেন তারও তুলনা কেবল তিনি নিজেই।

এ অবস্থায় 'মামলার ফল' গল্পটির নাট্যায়নে শ্রীরবি রায় কতকটা দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন বলে আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু নাটকটি আগাগোড়া পড়ে বুঝলাম, গল্পের নাট্যরূপদানের আর্টকে শ্রী রায় অনেকখানি আয়ত্ত করেছেন। শিবু, শম্ভু, গঙ্গা, বিন্দু, পাঁচু, চৌধুরী, দারোগা, গয়ারাম প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের, বৃত্তির ও রুচির নারী-পুরুষের জীবনায়নে শ্রী রায় অমর কথাসাহিত্যিকের শিল্পমূর্তিকে সত্যই ভাস্বর ও জীবনগাঢ় করে তুলেছেন। গল্পের শিবু ও শম্ভুকে আমরা তাদের স্বরূপেই জেনেছিলাম, চিনেছিলাম, সন্দেহ নেই; কিন্তু তাদের এই নাট্যরূপের মধ্যে আমরা তাদের যেন দেখতে পেলাম, তাদের কথাবার্তাও যেন কানে শুনলাম। গঙ্গা ও বিন্দুর বাদ-বিসংবাদ যেন সহসা তাদের বাড়ীর উঠোনে আমাদের টেনে নিয়ে গেল।

শ্রী রায় নাটকটির প্রত্যেকটি দৃশ্যে গোটা বিষয়বস্তুকে যেভাবে খণ্ডিত ও সজ্জিত করেছেন, তা-ও তাঁর নাট্যসাহিত্যের কলাজ্ঞানের অভ্রান্ত সাক্ষ্য।

শ্রী রায় বয়সে আজও নবীন এবং এ জাতীয় সাহিত্যশিল্পের রূপায়নে তাঁর অভিজ্ঞতাও অপ্রচুর। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে প্রবীণতার আঁচ দেখলাম এবং লেখনীও প্রতিশ্রুতিতে ভরা বলেই মনে হলো।

নাটকখানি রসিকমহলে তার প্রাপ্য পরিচয় লাভ করুক, এই শুধু চাই।

দু-চার কথা

মহেশের মতো মামলার ফলেরও নাট্যরূপদানে অনুপ্রাণিত করে এবং নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব দিয়ে সি. টি. সি. ই. রিক্রিয়েশন ক্লাব আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। মহেশের মতো এটিও পাঠক সাধারণ ও নাট্যসংস্থাগুলি কর্তৃক আদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

পুস্তক প্রকাশনায় এবারও শ্রদ্ধেয় শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষের আনুকূল্য পেয়েছি। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

আমার শিক্ষাগুরু ডঃ শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এর একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। তাঁকেও আমার প্রণাম জানাই।

যে-সব শিল্পী ও কলাকুশলী প্রথম অভিনয় রজনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

* * *

মহেশ নাটকের গানগুলির রচয়িতা কে, এ সম্পর্কে অনেকে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। তাই পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, মহেশের মতো মামলার ফলের গানগুলিও আমারই রচিত।

আমার শিক্ষাগুরু কবি শ্রীদিনেশ দাস এবং গুরুপ্রতিম কবি ও সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ ডঃ শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসুর হাতে 'মামলার ফল' শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পণ করলাম।

নাট্যরসিক ও সুধীজনের জন্য রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

রবি রায়

: এই লেখকের :

জিপ্‌সী মথ্‌	কাব্যগ্রন্থ
অন্ধকারে পদাতিক মুহূর্তগুলি	কাব্যগ্রন্থ
মহেশ	নাট্যরূপ
ঈহামৃগ	একাঙ্ক সঙ্কলন
নাটক নয়	নাটক
আলোর আড়ালে	নাটক

চরিত্র

শিবু সামন্ত	...	সম্পন্ন চাষীগৃহস্থ
শম্ভু সামন্ত	...	শিবুর ভাই
পাঁচু	...	শিবুর শ্যালক
গয়ারাম	...	শম্ভুর ছেলে
চৌধুরী মশাই	...	জমিদার
দত্ত মশাই	...	সম্পন্ন গৃহস্থ
দারোগা	...	
ফেলারাম	...	চৌকিদার
পাঁড়ে	...	কনেস্টবল
রামসিং	...	কনেস্টবল
পেয়াদা	...	
বৈরাগী	...	

গঙ্গামণি	...	শিবুর স্ত্রী
বিন্দু	...	

প্রযোজনা

সি. টি. সি. ই. রিক্রিয়েশন ক্লাব

সঙ্গীত—শ্রীসুনীলবরণ

রূপসজ্জা—বি. বি. দত্ত অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

নির্দেশনা

রবি রায়

মঞ্চ—শ্রীমনু দত্ত

আলো—শ্রীঅশোক দাস

স্মারক

শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায়   শ্রীবারিদচন্দ্র বসু

শিল্পীগণ

শিবু	...	শ্রীপ্রশান্ত ঘোষাল
শম্ভু	...	শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
পাঁচু	...	শ্রীঅসীম বসু
গয়ারাম	...	শ্রীসুজয়চন্দ্র দাস
চৌধুরী মশাই	...	শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
দত্ত মশাই	...	শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত
দারোগা	...	শ্রীধীরেন্দ্রমোহন নাথ
ফেলারাম	...	শ্রীপান্নালাল পাল
পাঁড়ে	...	শ্রীপঞ্চানন খাটা
রামসিং	...	মহম্মদ নাসিম আখতার
পেয়াদা	...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ
বৈরাগী	...	শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য
গঙ্গামণি	...	শ্রীমতী দীপালি ঘোষ
বিন্দু	...	শ্রীমতী মালা দাস

মামলার ফল

প্রথম দৃশ্য

[শিবু সামন্তের বাড়ী। দুপাশে দুটি ঘর এবং মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন। পিছনে একটি বাঁশ ঝাড়। পর্দা উঠলে দেখা যাবে শিবুর ছোট ভাই শম্ভু রাগতভাবে বাইরের দিকে যাওয়ার উপক্রম করছে এবং শিবু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।]

শিবু। শম্ভু শোন্! শোন্! মাথা গরম করিস নে।

শম্ভু। তুমি তো খালি আমারে মাথা গরম করতিই গ্যাখো। তা বেশ তো, মাথা-গরম নোকেরে নে তোমার সম্সারে অশান্তি—তা আমারে ছেড়ি গ্যাও, আমি মাগ-ছেলে-মেয়ে নে ভেন্ন হয়ে যেতেছি।

শিবু। আহা! ভেন্ন হবার কথা উঠতেছে ক্যানে! আমি কি ভেন্ন হবার কথা কিছু বলতেছি?

শম্ভু। না তুমি বলবে ক্যানে? তুমি ধর্ম্মিষ্ঠি সাধু পুরুষ। তুমি কি আর ভেন্ন হবার কথা মুখ দে বলতি পারো? তাই আমিই বলতেছি। কিন্তু এই আমি তোমারে বলতেছি দাদা, আমি সইলেও—ধম্মে সইবে নে।

শিবু। ফের পাগলের মত বকতেছে গ্যাখো!

শম্ভু। গ্যাখো দাদা, পাগল পাগল কোরো নি বলতেছি। আমি পাগল আছি, ছাগল আছি—যা আছি, তা আছি। কিন্তু তাই বলে বৌঠানের ও মুখ নাড়া আমি সইতি পারবু নি। বলি সম্পত্তি তো আমার বাপের—না কি বৌঠান তার বাপের বাড়ী থেকে নে এয়েছে?

[গঙ্গামণি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

গঙ্গা। হ্যাখো ঠাকুর পো, বাপের বাড়ী তুলে কথা বোলোনি বলতেছি, ভাল হবেনে—

শিবু। আহা! তুই আবার এর মধ্যি কথা বলতি এলি ক্যানে?

গঙ্গা। তুমি থামো! কথা বলতি এলি ক্যানে? কথায় কথায় আমার বাপের বাড়ী টানবে—আর আমি কথা বললিই যত দোষ। ভারী আমার গুরু ঠাকুর এয়েছে রে।

শম্ভু। দাদা, তোমার পরিবারেরে সামলাও বলতেছি। নইলে—

গঙ্গা। নইলে কি করবে শুনি? মারবে না কি? মেনি মুখো পুরুষ, পরিবারে যেই এট্টু ফুস্থর ফুস্থর করে নাগিয়েছে, আর অমনি উনি এয়েছেন কোমর বেঁধি ঝগড়া করতি।

[বিন্দু তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

বিন্দু। সব কথায় ছোট বউরে ধরে টান পাড়তে যেও নি বলতেছি দিদি, কি বলব, ভাসুরঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে, নইলে—

শিবু। ভাসুর বলে মান্যিটাই বা কি করতেছ ছোট বৌমা? যেমন করে কোঁদল করতি ছুটি এলে—

শম্ভু। ভাসুর হয়ে এত বড় অপবাদটা দিওনি দাদা! ছোট বৌ কোঁদল করতি এয়েছে? আর বড় বৌঠান য্যাখন ছুটি এলো, কই ত্যাখন তো কিছু বলতি পারলে নে। মেনি মুখো ব্যাটা ছেলে যে তোমারে বলে নোকে—

শিবু। কে বলে? কোন্ শালা শালীরা বলে? আমি মেনি মুখো? ভূভারতে কেউ একথা বলতি পারবে নি।

শম্ভু। না, বলতে পারবে নি। তেবু যদি চোখির স্থমুখে না দেখতুম!

গঙ্গা। চোখ আমাদেরও আছে ঠাকুর পো, আমাদেরও আছে। পরিবারের কথা সব সোয়ামীই শোনে। কিন্তু তাই বলে তোমার মত মাগ্‌চাটা কেউ লয়। হবে নে ক্যানে? কোন্ বংশ থেকে মেয়ে এনিছ ঘরে—

বিন্দু। আ-হা-হা। আর উনি একেবারে উর্ব্বশী এয়েছেন, সগ্‌গ থেকে ভোট হয়ে মাটির পৃথিবীতে নেমি এয়েছেন। বলি, খুব যে বংশ বংশ করতেছ দিদি, তেবু যদি তোমার বাপের ঘরে দু বেলা দু মুঠো জুটত!

গঙ্গা। মুখ সামলে কথা বলবি ছোট বউ, বাপের বাড়ী তুলি খোঁটা দিবিনে।

বিন্দু। ওঃ, উনি আমারে বাপের বাড়ী তুলি খোঁটা দেবেন, আর আমি ঘ্যান ওনারে গঙ্গা জল দে পূজো করব! নেহাৎ ভাসুর সামনে তাই—

শিবু। শম্ভু, ছোট বৌমারে ঘরে যেতি বল্।

বিন্দু। "ছোট বউমারে ঘরে যেতি বল্!" শুন্‌লে, শুন্‌লে তুমি বটঠাকুরের কথা।

শম্ভু। শুনলুম তো—

বিন্দু। তা শুনলেই যদি, তা হলি বটঠাকুররে একবার জিজ্ঞেস করো না—ছোট বৌমারে তো তিনি ঘরে যেতি বোলতিছেন, আর বড়গিন্নী যে ধিঙ্গির মতন উঠোন জুড়ে নেত্য করতেছে, তার কি হবে? কি বলব, ভাসুর মানুষ—নইলে জবাব আমি কিছু কম দিতি জানিনে।

গঙ্গা। তা জানবিনি ক্যানে? জবাব দিতি কম পারলে শ্বশুর-ভাসুরের মুখ পোড়াবি কি করি?

শম্ভু। এ কথাটা তুমি অন্যেয্য বলতেছ বৌঠান। ছোট বৌরে তুমি দুটি চোখে দেখতি পার নে, তাই। নইলে মুখে মুখে জবাব দেবার মেয়েই ও নয়।

বিন্দু। [হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল] ওগো বাবাগো, তুমি সগ্‌গ থেকে চোখ মেলি ছাখো গো, তোমার বিন্দির কি হেনস্তা হচ্ছে গো।

শম্ভু। অ্যাই ছাখো! চিৎকার করে কাঁদতি আরম্ভ করল ছাখো। যাও, যাও, ঘরে যাও।

শিবু। বড় বউ—ঘরে যা। ছিঃ ছিঃ! কি অনাছিষ্টি কাণ্ড বলদিনি! গাঁয়ে ঘরে মান ইজ্জত আর কিছু রইল নি।

গঙ্গা। মান ইজ্জত আর থাকবে কি করে? বেলাজ বেহায়ার মত যে কাণ্ডটা

করতেছে তোমার ভাই আর ভাজ, মান ইজ্জৎ তো তুচ্ছু কথা, আমারেই আর টিকতে দেবেনে। [ঘরে গিয়ে ঢুকল]

শম্ভু। শুনলে, শুনলে দাদা, তোমার পরিবারের আস্পদ্ধার কথা!

শিবু। শুনলুম তো! কিন্তু ছোট বৌমা, তুমি এবার ঘরে যাও মা! যা হয়, আমরা দুভায়েই এট্টা ব্যবস্থা করব থন।

[বিন্দু তার ঘরে গিয়ে ঢুকল]

শম্ভু। এর আর ব্যবস্থা কর্া করির কি আছে দাদা! আমি তো তোমারে পেরথমেই বলেছি, এভাবে আর এক সম্সারে থাকা যাবেনে। আমারে তুমি ভেন্ন করি দ্যাও।

শিবু। সেই তোর এক কথা, ভেন্ন করি দ্যাও, ভেন্ন করি দ্যাও। যেন ভেন্ন করি দিলে তুই সোনার থালায় ভাত খাবি শম্ভু!

শম্ভু। তা' সোনার থালায় খাই. কি শাল পাতায় খাই, সে আমিই বুঝব। কিন্তু রোজ রোজ তাই বলে বড় গিন্নীর মুখ নাড়া আমি সইতি পারবুনি!

শিবু। কিন্তু নোকেই বা কি বলবে বলদিনি। শত্তুরেরা হাসাহাসি করবে নি এই নিয়ে!

শম্ভু। এর আর হাসাহাসির কি আছে? ভেন্ন কি আর হয় না নোকে?

শিবু। আহা হবেনে ক্যানে? কিন্তু শুদ্দু শুদ্দু—

শম্ভু। শুদ্দুশুদ্দু! এরপরও তুমি বলবে যে শুদ্দু শুদ্দু?

শিবু। আহা! হলটা কি তাতো বলবি? এক অন্নে থাকতি গেলে ওরকম কত হয়। বলে, থালা বাসনগুলো যে পাশাপাশি থাকে—তা তাতেও তো মনে কর্, এর গায়ে ওটি এট্টু ঠুকুস্ করে নাগল, কি ওর গায়ে এটি—অমনি ঝন্ ঝন্ করি বেজি উঠল। তা বলে কি কেউ থালা বাসন ফেলি দিয়ে মাটিতে ভাত খায়?

শম্ভু। সে আমি অতো জানিনে দাদা, কিন্তু এক সম্সারে আর আমি থাকবুনি।

শিবু। যা, যা, ও সব পাগলামি করিস নে। নাঙলটা নে, চল মাঠে যাই। আর তা ছাড়া, প্রেথক হওয়া কি এতই সোজা! একি এট্টা কলাপাতা যে হেঁসোটা দে মাঝখানে এট্টু চিরে দিনু—আর অমনি বাস দুটো টুকরো হয়ে গেল!

শম্ভু। সে তুমি যাই বল, আর যাই করো দাদা—এক অন্নে আর লয়। মন য্যাখন একবার বিগড়েছে, ত্যাখন আর তাতে জোড়া তালি দিতি যেও নি! বলি, মাটির হাঁড়ি একবার ভাঙ্গলে কি আর জোড়া নাগে? আর তা'ছাড়া, তুমি তো তোমার ছোট ভাজেরে চেনই। একবার য্যাখন মুখ দে বার করেছে যে ভেন্ন হবো—ত্যাখন আর কারো ক্ষ্যামতা নেই যে তা আটকায়।

শিবু। ও! তা হলি ছোট বৌয়ের কথাই বেদ বাক্যি তোর কাছে! আর আমি যে বড় ভাই—বাপের মতন করে তোরে মানুষ করনু, আমি কিছু লয়? হ্যাঁরে শম্ভু, তোর গায়ে কি এট্টা মানুষের চামড়াও নেইরে! আজ বড় গিন্নীর এট্টা তুচ্ছু কথার জন্যি তুই ভেন্ন হয়ে যেতি চাচ্ছিস? তোর একবার মনেও হলনি—ঐ বড়গিন্নী তোরে নিজের বড় বোনের মতন—কপাল, কপাল, সবই কপালের ফের। নইলে তোর অমন নক্‌খীমন্ত বউটাই বা মরবে ক্যানে? আর সম্‌সারে—

শম্ভু। ঐ তো—অমনি তুমি ফস্‌ করে গয়ারামের মায়ের কথা তুলতেছ। ছোট বউয়ের কানে গেলি—

শিবু। ও! যে মানুষটা মরি গেছে তার কথাটাও বুঝি এ বাড়িতে আর উঠতি পারবে নে। এই বুঝি আমাদের ছোট বৌমার বিধেন।

শম্ভু। সব কথাকে এমন ট্যারা ব্যাঁকা করে নেও ক্যানে বলতো দাদা। নিজে তো আর দোজবরে লও, নইলে বুঝতে কি অনাছিষ্টির আগুন নে আমি ঘর করি।

শিবু—তা, ভেন্ন তাহলি হবিই ঠিক করেছিস?

শম্ভু—হ্যা।

শিবু। বেশ! তা হলি চল্, একবার চৌধুরী মশায়ের কাছে যাই। তিনি যা বিধি ব্যবস্থা করবেন—তাই তো মেনে নিবি, না কি?

শম্ভু। তা তো বটেই। চৌধুরী মশায়ের বিচারের উপর আর কার কি কথা আছে!

শিবু। তা হ্যাঁরে, ভেন্ন হয়ে প্রেথক তো হবি। কিন্তু গয়ারামের কথাটা একবার ভেবে দেখেছিস?

শম্ভু। তার কথা আবার ভাবাভাবির কি আছে?

শিবু। বা! ভাবাভাবির নেই? ধর, তার মায়ের মিত্যুর পর—মা ষষ্ঠীর বালাই নে, ছোঁড়াটা এই যে এত বড়টি হয়েছে, সে তো তার এই জ্যেঠীরই হাতে। তা তারে ছেড়ি সে কি থাকতি পারবে?

শম্ভু। এর আর ছেড়ি থাকা থাকি কি? সম্‌সার ভাগ হলিও ভিটে ছেড়ি কেউ তো আর আমরা উঠি যাচ্ছিনে। তেবু কথাটা য্যাখন তুললেই, ত্যাখন বলি, প্রেয়োজন হলি ছেড়ি থাকতি হবে বৈকি? বাপই যদি ভেন্ন হ'ল, তা হলি ছেলে থাকবে কিসের স্বাদে বল?

[গঙ্গামণি ঘর থেকে বেরোল]

গঙ্গা। ছেলে থাকবে ছেলের স্বাদে। ওঃ, ওনারা ভেন্ন হবে বলে ছেলেটারেও যেন আমি পর করি দেব?

শিবু। আঃ, আবার তুই কথা কচ্ছিস! দেখছিস যে এট্টা সমিস্তেয় পড়েছি।

গঙ্গা। সমিস্তে, সমিস্তে আবার কিসের শুনি? ভেন্ন হলি যদি কারো সোয়াস্তি হয়, তা হোক না ভেন্ন। ভেন্ন হলি ত্যাখন বুঝবে যে কত ধানে কত চাল।

শম্ভু। শুনতেছ দাদা, শুনতেছ। সাধে কি আর ভেন্ন হতে চাচ্ছি? শালার সম্‌সার তো লয়—উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশান!

গঙ্গা। বলি, শ্মশানের আর দেখেছ কি? প্রেথক হও, তারপর দেখবে শ্মশান

কারে বলে ? ওঃ ! ভেন্ন হবে বলি ভয় দেখাতেছে ! ক্যানে, ভেন্ন হলি আমার ক্ষেতিটা কি হবে শুনি ?

শিবু। বলি, তড়্‌বড় করে এক গঙ্গা কথা তো বলে গেলি ! আসল সমিস্তেটা কি, তা ভেবেছিস একবার ?

গঙ্গা। ক্যানে ? সমিস্তেটা আবার কি ?

শিবু। সমিস্তে লয় ! ধর, বাপই যদি ভেন্ন হয়ে গেল, তাহলি গয়ারাম আর আমাদের সম্‌সারে থাকবে কি করে-শুনি ?

গঙ্গা। যে করে এদ্দিন ছেল ! কথাতেই বলে না, মা মরলিই বাপ তালুই। মা মরা ঐ অপগণ্ডটারে আমি বাপু সৎমার হাতে ছেড়ি দিতি পারব নে !

শম্ভু। ঐ তো তোমার দোষ বৌঠান। ছেলেবেলা থেকি সৎমা, সৎমা করে শিখিয়ে তুমিই তো ছেলেটার মাথাটা খেয়েছো ! সৎমা আবার কি কথা ?

গঙ্গা। তুমি আর আমায় শেখাতে এসোনি ঠাকুর পো। কথায় বলে না, সৎমা মাগী ডান, সতীন পুত্তুর খান। ঐ সৎমা আবাগীর হাতে ছেলে দিতি আমার বয়ে গেছে।

[বিন্দু ঘর থেকে বেরোল]

বিন্দু। ছাখো দিদি, যা মুখে আসে, তাই বলোনি বলতেছি। আমি তোমার কি এমন পাকা ধানে মই দিয়েছি গো, যে না-হক আমারে গালমন্দ করতেছ ? সতীন পুত্তুর—তা বেশতো, সতীন পুত্তুররে আমার কাছে না দিতি চাও, তো তুমিই রাখো নে। ভালই তো, আমাদের আর খাওয়া পরা যোগাতি হবেনে।

শম্ভু। তুই মাগী, এত ফ্যাচ ফ্যাচ করিস ক্যানে বলদিনি। খাওয়া পড়া যোগাতি হবেনে, তাই উনি ছেলে দান করতেছেন। আমার অমন উপযুক্ত ছেলে, আর তুদিন বাদে রোজগার পাতি করবে—তা সবই বড় গিন্নীর গভ্‌ভে যাক আর কি ?

গঙ্গা। ছিঃ ছিঃ ঠাকুর পো! বলতি তোমার এট্টু হায়া পিত্তি হল নি? গয়ারামের রোজগারের পিত্যেশ আমরা করি!

বিন্দু। না তা করবে ক্যানে? ন্যাকা, ভাজা মাছটি উল্টে খেতি জানো নে। নিজের তো নেই, তাই পরের ছেলেরে ভাঙ্গিয়ে নিতি চাইতেছ, যাতে শেষ বয়সে—

গঙ্গা। ছোট বৌ! নিজে মা হয়ে তুই এমন করে আমারে বললি ছোট বৌ? ভগবান্ আমার কোল খালি করেছেন তাই। কিন্তু তুই একবার ধম্মের দোহাই দে বল দেখি ছোট বৌ, তোর কোন্ ছেলে মেয়েটারে কবে কোন্ দিন এতটুকু অনাদর অযত্ন করেছি? এই ধম্ম সাক্ষী রেখে পিতিজ্ঞে করতেছি ছোট বৌ, পরেরে দিয়ে যাব, তেবু তোদের এট্টা পয়সাও দিয়ে যাবনে—গাছের এট্টা পাতা পজ্জন্ত লয়।

[চোখ মুছতে মুছতে ঘরে গেল]

বিন্দু। ওঃ, গাছের এট্টা পাতা পজ্জন্ত দেবনে। যেন ওনাদের কাছে হাত আমরা পেতেই আছি আর কি! আমাদের তো অমন আলগা চোখের জল নেই, তাই সম্‌সারে আমরাই হলুম দুষ্টু পাজি বজ্জাত।

[থর থর করে ঘরে ঢুকল]

শম্ভু। তা হলি ঐ কথাই রইল দাদা। চল দুজনে চৌধুরী মশায়ের কাছে যাই।

শিবু। চল্, কিন্তু এখনো বলতেছি শম্ভু, মাথা ঠাণ্ডা করি ভেবি ছাখ। এমন করি ভেন্ন হোসনে।

শম্ভু। মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে দাদা। এখন যাবে তো চল।

[দড়ি থেকে ফতুয়া টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে উভয়ের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য পট পূর্বানুযায়ী। শিবু-শম্ভু দু-ভাই দুপাশে দাঁড়িয়ে, গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই এবং সম্পন্ন গৃহস্থ দত্তমশাই বেতের মোড়ায় বসে আছেন]

চৌধুরী। তাহলে শিবু। সব ঠিক বিলি ব্যবস্থা হলতো? শম্ভু কি বলছ?

শম্ভু। আজ্ঞে আপনার কথার উপর কথা কব, এমন বাপের কুপুত্তুরই আমি লই। জিজ্ঞেস করুন বরং আপনার বড় সামন্তরে।

শিবু। গ্যাখ শম্ভু, পায়ে পা দে ঝগড়া কর্‌তি আসিসনে। অ্যাঃ। উনি বাপের সুপুত্তুর এলেন, আর কুপুত্তুর হনু য্যানে আমি একা!

চৌধুরী। আহা! আবার ঝগড়া ঝাঁটি শুরু কোরো না শিবু। একেতো এই ঝগড়াঝাঁটি—অশান্তির জন্যেই ভায়ে ভায়ে পৃথগন্ন হলে, তার উপর—না কি বল দত্তজা?

দত্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই। পাছে ভায়ে ভায়ে বিবাদ হয়ে একটা মাথা ফাটাফাটি—কি থানা পুলিশ হয়—

শিবু। কিন্তু গা জ্বালানে কথাটা একবার শোনেন দত্তজা। চৌধুরীমশাই নিজে য্যাখন দয়া করি আপনারে নে এসে সব ভাগ যোগ করি দেলেন, ত্যাখন এর মধ্যি আবার সুপুত্তুর কুপুত্তুর এসব কথা তুলবার তোর দরকারটা কি বলেন? নইলে কে যে বাপের কেমন সুপুত্তুর, সে কথা তো আর গাঁয়ের নোকের জানতি বাকি লেই।

শম্ভু। জানেই তো, গাঁয়ের নোক জানেই তো। শুনে এসো না গিয়ে গাঁয়ের নোকে কি বলে তোমায়?

শিবু। শুনতেছেন, শুনতেছেন চৌধুরী মশাই, আপনিও শুনলেন তো দত্তজা, ছোট ভাই হয়ে—

চৌধুরী। যাক, যাক ছাড়ান দাও। তা হলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল কি শোন—তোমাদের চাষ বাস, জমিজমা, সমস্তই একেবারে চুলচেরা ভাগ করে দিলাম। দত্তজা আমাদের বিষয়ী লোক, তাকে সামনে রেখেই সব করলাম, যাতে ভুল ত্রুটি হলে—

দত্ত। আরে না, না, আপনি হলেন আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট—গোটা একটা পরগনার—

চৌধুরী। তবু ভুলভ্রান্তিও তো হতে পারে। তাই তোমাকেও আমার সঙ্গে রাখলুম। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম—শিবু, শম্ভু—তোমরা দুভায়ে যার যার পরিবার নিয়ে যে যে ঘরে আছ, সে সেই ঘর নিয়েই তোমরা থাকবে। দুপাশেই যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা রইল—ভবিষ্যতে যদি মনে করো কারো অকুলান হয়, তা হলে আবার নতুন ঘর তুলে নিতে পারবে। না কি বল দত্তজা ?

দত্ত। হ্যাঁ, তা বৈকি ? ধরুন ছেলেপুলে বড় হল, কি তাদের বিয়েসাদি হল, তা হলে তো ঘরের অকুলান হবেই। অবশ্য শিবুর আমাদের ছেলেপুলে নেই। কিন্তু শম্ভুর, কি বলে, বাচ্চাকাচ্চার সংসার—

শম্ভু। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে আপনাদের ছিচরণের আশীর্ব্বাদে হয়ে যাবে আর একখানা ঘর। আর তা ছাড়া ধরুন—বড় ছেলেটা তো গায়ে পায়ে সা একটা জোয়ান হয়ে উঠেছেই, সেই বা না কোন্ দু দশ ট্যাকা রোজগার করবে—

শিবু। অমন কম্মটি করিসনে শম্ভু। দুটো পয়সার নোভে গয়ারামের পড়া নেখাটা এখনই ছাড়াসনে।

দত্ত। ও ওদের বাপছেলের কথায় তোমার আর না থাকাই ভাল শিবু, কি দরকার ! পৃথগন্নই যখন হয়ে গেলে—

চৌধুরী। দত্তজাতো ভাল কথাই বলেছে শিবু। এখন থেকে এবার একটু বুঝে সমঝে চোলো। পরের কথায় আর তুমি থেকো না।

শিবু। আজ্ঞে এ বিচার আপনার ঠিক হলোনি চৌধুরী মশাই। নিজের মায়ের পেটের ভাই, তার এটুটা হিত-অহিত—

শম্ভু। থাক, তোমারে আর আমার হিত-অহিত নিয়ে মাথা ঘামাত্তি হবে নে। তুমি যে আমার হিতকারী কত, তা আর জানতি বাকি নেই কারো।

শিবু। মিছে কথা বলিস্‌নে শম্ভু, মুখ দে' রক্ত উঠবে তোর। তুই নেহাৎ নেমকহারাম তাই। নইলে—

শম্ভু। ভাল হবে না বলতেছি দাদা! নেমকহারাম আমি, না—তুমি নিজে!

চৌধুরী। আহা শম্ভু! শিবু শত হলেও তো বড় ভাই তোমার।

শম্ভু। আজ্ঞে বড় ভাই বলেই তো এতটাকাল চুপ করি ছিনু। নইলে বিবেচনা করুন—বাপের এজমালি সম্পত্তির দেখ্‌ ভাল তো এতটা কাল তুমিই করি এয়েছ—ধান বিক্রি, পাট বিক্রি, ডাব বিক্রি, য্যাখন যা ইচ্ছে তুমি ত্যাখন তাই করেছ। কোনদিন কি হিসেবপত্তর দেখিয়েছ, না হাতে ধরি কোন দিন দুটো ট্যাকা আমারে দিয়েছ?

শিবু। তা বেচাকেনা না করলি এত বড় সম্‌সারটা এতকাল চলল কি করি বলেন তো চৌধুরী মশাই। আরে পাঁঠা, হিসেব যে চাইতেছিস, এতটুকু তোর আক্কেল হলনি যে, খাওয়ার মুখ তোরই বা কটা আর আমারই বা কটা?

শম্ভু। ঐ, মনের মধ্যি ঐ জিলিপির প্যাঁচ আছে বলেই তো, তোমার ট্যাকা খাবার জন্যি সম্‌সারে আর কেউ এলোনি তোমার।

শিবু। খবরদার বলতেছি শম্ভু, মুখ সামলে কথা বলবি। নইলে তোর জিভ আমি টেনি ছিঁড়ি ফেলব।

দত্ত। আঃ! এসব কি হচ্ছে শিবু! এমন করে তোমরা যদি ঝগড়াই করবে —তাহলে আর মিছিমিছি এই মানী লোকটাকে—

শম্ভু। হ্যাখেন, আপনিই হ্যাখেন দত্তজা, হ্যাখেন চৌধুরীমশাই, বলে কিনা জিভ টেনি ছিঁড়ি ফেলব। ফেললিই হল ছিঁড়ি আর কি? দেশে যেন আইন নেই, আদালত নেই।

চৌধুরী। বলি তোমরা থামবে?

দত্ত। থামো দেখিনি বাপু। এই যদি তোমাদের মনে ছিল, তা হলে আমাদের আর এর মধ্যে ডাকা কেন?

চৌধুরী। তা যা বলেছ। যাক—যে কথা বলছিলাম শোন, উঠোনটা এজমালি রইল। তবে যদি ইচ্ছে করো, মাঝখান দিয়ে ছ্যাচা বেড়া দিয়ে নিও। আর হ্যাঁ, ঐ বাঁশ ঝাঁড়টা আর ভাগাভাগি করলুম না। ঐ তো কখানা বাঁশ, ও তোমাদের এজমালি সম্পত্তি হয়েই রইল।

শিবু। আজ্ঞে আমার এট্টা নিবেদন ছেল চৌধুরীমশাই।

চৌধুরী। বেশ তো বল না। দু ভায়ের সাক্ষাতেই কথাটা হয়ে যাওয়া ভাল।

দত্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলা কওয়ার যা কিছু আছে, তা পাঁচজনের মোকাবিলাতেই বলে নেওয়া উচিত।

শিবু। আজ্ঞে, আমি বলছিনু যে, ঐ বাঁশ ঝাঁড়টা আমার একারই চাই আজ্ঞে। ঘরদোর সব পুরোনো হয়ে গেছে। চালের বাতা বাকারি বদলাতি, কি খুটোখাটা দিতি বাঁশ তো আজ্ঞে নিত্যিই দরকার। তা নিজের থাকতি—

শম্ভু। আহা হা। ওর ঘরের খুটো-খাটা দিতিই শুধু বাঁশ চাই—আর আমার ঘরে য্যানে কলাগাছ চিরে দিলিই হবে না! না, সে হবেনি, চৌধুরী মশাই, বাঁশ ঝাঁড়টা আমার ভাগে না থাকলিই চলবেনি।

চৌধুরী। আহা, ঘর সংসার করতে গেলে বাঁশ বাকারির দরকার তো সকলেরই হয়। সুতরাং ওটুকু তোমাদের এজমালিই রইল।

দত্ত। বাস, এ তো ভালো বন্দোবস্তই হল।

শিবু। কিন্তু এই নিয়ে আবার—

চৌধুরী। না, আর ঐ সামান্য জিনিসটা নিয়ে মনে তোমাদের কোন কিন্তু রেখো না শিবু। শম্ভুকেও তাই বলছি। আপোষে দুজনে পৃথগন্ন হলে—যে যার নিজের অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি করে গাঁয়ের লোকের মুখ হাসিও না। চল দত্তজা, এবার আমরা যাই।

[চৌধুরী মশাই ও দত্ত মশাই চলে গেলেন। মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[দৃশ্যরূপ পূর্বানুযায়ী। পর্দা উঠলে দেখা যাবে নিজের ঘরের দাওয়ায় গঙ্গামণি একটা কুলোয় করে ষষ্ঠী পূজার নানাবিধ অর্ঘ্য ইত্যাদি গোছগাছ করতে করতে নিজের মনে বক বক করছে]

গঙ্গা। শত্তুর, শত্তুর সব! আজ ষষ্ঠী পুজোর দিন, বাড়ী ভরে ছেলেপুলেরা সব খাবে দাবে, ফেলবে ছড়াবে। তা লয়, আবাগীর বেটি নিজের ছেলেমেয়ে কটাকে এট্টাবার চোখের দেখাটাও দেখতি দিলনি। বলি, এতে কি তোদের ভাল হবে মনে করেছিস? ভাল হবেনি! আজ এই ষষ্ঠীর দিনে এই যে মায়ের পরাণটায় দাগা দিলি, একি তোদের ধম্মে সইবে? সইবেনি। ওদিকে আবার গয়া মুখপোড়াও হয়েছে ঠিক তেমনি। অন্যদিন এতক্ষণে সাতবার করে এসে ঘুরে যায়, আর আজ মুখপোড়াটার সকাল থেকিই কোন পাত্তা নেই। [বিন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

বিন্দু। ওঃ! ভারি উনি ধম্ম দেখাচ্ছেরে! বলি, যাবে ক্যানে শুনি ছেলেমেয়ে-গুলো তোমাদের ঘরে? এক মুঠো চিঁড়ে মুড়কির জন্যি বাচ্চা কাচ্চারা ওর ঘরে যাক—আর উনি তাই গাঁ শুদ্ধু নোককে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে আসুন।

গঙ্গা। মুখে তোর পোকা পড়বে ছোট বৌ, আজ এই ষষ্ঠীর দিনে মুখে এখনো জলটুকু পজ্জন্ত দিইনি—সেই মুখে তোরে বলে গেনু।

[বাইরের দিকে প্রস্থান]

বিন্দু। ওঃ! ভারি আমার সীতা-সাবিত্তিরি এয়েছেন রে! উনি অভিসম্পাত দিলেন আর আমার মুখে অমনি পোকা পড়ি গেল। ষষ্ঠীর দিনে উনি এখনো মুখে জলটুকু দেন নি। আর আমরা যেন একেবারে মাংস পোলাও খেয়ে বসে আছি। [নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে] বলি ঘরে বসে বসে এক গামলা পান্তা তো খুব মারতেছ, তোমার বড় ভাজের আদিখ্যেতার কথাগুলো শুনলে?

শম্ভু। [ঘরের মধ্যে থেকে] তা ভগবান্ কান দুটো য্যাখন দিয়েছে, ত্যাখন ও বেড়াল কুকুরের খেয়োখেয়ি সব শুনতে হবে বৈকি! তা—তুই মাগী, মরতে সাত সকালেই ওর কথায় কান দিতি গেছিস ক্যানে? এদিকে আয়, গলায় ভাত ঠেকেছে, এক ঘটি জল দে।

বিন্দু। মিন্সের কথা শুনলেও গা জ্বালা করে। শুনিয়ে শুনিয়ে উনি আমারে বলবেন, আমি তার কোন জবাব দিবুনি! আহ্লাদ আর কি!

[ঘরে গিয়ে ঢুকল]

শম্ভু। [ঘরেরর মধ্যে জল খেয়ে ঢেকুর তুলল] ও-উম্! তা হ্যাঁরে, আজ তো ষষ্ঠী, পুজোর জোগাড় যন্তর সব করেছিস?

বিন্দু। [কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলো] এর আবার যোগাড় যন্তর করার আছে কি? ঘরে মুড়ি আছে, চিঁড়ে আছে, খৈ আছে, পাকা কলা আছে —তারপর তোমার পাটালি গুড়ও আছে। আবার নাগবেটা কি শুনি?

শম্ভু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই। তবে পিতি বছর তো বড়গিন্নীই সব যোগাড় যন্তর করে নেয় কিনা। তাই তোরে শুধুচ্ছি। ও, ভাল কথা, ষষ্ঠী পুজোর বান্না গড়তে কটা বাঁশের কড়ুল নাগে তো! বাঁশ ঝাড় থেকে গে তুলি এনেছিস?

বিন্দু। ষষ্ঠী পুজোয় বাঁশের কড়ুল নাগে না? তাইতো বলি, চ্যানট্যান তো সকাল বেলাই হয়ে গেছে। তবে আবার বড়গিন্নী ঘাটের দিকি যায় ক্যানে? নিঘ্যাৎ তা হলি সে বাঁশের কড়ুল ছিড়তি গেছে।

শম্ভু। [ব্যস্ত ভাবে] অ্যাঁ, বাঁশ ঝাড়ের দিকি গেছে না কি? দেখ্, দেখ্ তো শীগ্‌গীর।

বিন্দু। ক্যানে তাতে হয়েছেটা কি? পুজোর দিন—

শম্ভু। মুখে মুখে বড় তক্কার করিস্ ছোট বৌ। অতই যদি তুই বুঝবি, তাহলি আর তোদের ঐ মেয়ে মানুষের বারো হাত কাপড়েও কাছা জোটে নে ক্যানে? দেখ্, দেখ্ শীগ্‌গীর!

[কয়েকটা বাঁশপাতা হাতে গঙ্গামণির প্রবেশ]

বিন্দু। ওগো দেখো এসে—বড় গিন্নী তোমাদের একেবারে বাঁশঝাড় উজোড় করে বাঁশপাতা ছিঁড়ি নে এয়েছে।

[শম্ভু এঁটো হাতে ঘর থেকে ছুটে এলো]

শম্ভু। বলি, ও ভাল মানুষের বেটি! বাঁশপাতা তো তুলি আনলে দেখতেছি। কিন্তু একি তোমার বাপের বাঁশঝাড় পেয়েছ? ফ্যালো, ফ্যালো বলতেছি [থাবা মেরে ফেলে দিল] ফের যদি কোন দিন বাঁশঝাড়ের দিকি মাড়িয়েছ, তোমার ঠ্যাং ধরে ফেড়ে ফেলব বলতেছি—নইলে আমি বেন্দাবন সামন্তের ছেলে শম্ভু সামন্ত লই।

গঙ্গা। আজ এই ষষ্ঠীর দিনটাতে, পুজো দেব বলে দুটো বাঁশের কঞ্চুল ছিঁড়েছি—তাই তুমি এঁটো হাতে আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে ঠাকুরপো? তুমি এট্টু ভাবনা করেও দেখ্‌লে নে যে, কাদের কল্যাণের জন্যি এই সমস্ত ব্রত উপোস করি। ঠিক আছে, যাচ্ছি তোমার দাদার কাছে। [কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

বিন্দু। এ কাজটা কিন্তু তোমার ভাল হ'ল নি বাপু। শত হলেও বড় ভাজ, তার উপর এই ষষ্ঠী পুজোর দিনটাতে—

শম্ভু। মেলা ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করিস নে তো ছোট বৌ—এবার পিটুনি খাবি। বেলা হয়ে গেল, হাতে এট্‌টু জল দে—নাঙলটা নে এবার মাঠে যাই।

[ঘটির জলে হাত ধুয়ে শম্ভু লাঙল নিয়ে বেরিয়ে গেল, বিন্দুও গিয়ে তার ঘরে ঢুকল। একটু পরে রুদ্র মূর্তিতে শিবুর প্রবেশ—পিছনে গঙ্গামণি]

শিবু। কই, কোথায় সেই শুয়োর বেটা—আজ একেবারে রক্ত গঙ্গা করি ছাড়ব—ঐ আটকুঁড়োর বেটাকে আজ হেঁসো দে টুকরো টুকরো করি কাটব। এত বড় আস্পদ্ধা, কই আয়, বাপের বেটা হস্‌ তো বেরিয়ে আয়। শালা জেত্তের জেদ্দে।

গঙ্গা। যে বীরপুরুষ তোমার ভাই, সে কি আর তোমার গোবেড়েন খাবার জন্যি ঘরে বসি আছে ? কিন্তু এই আমি তোমাকে বলি দিনু, এর কি বিহিত করবে তা ক'র। নইলে আমি আজই বাপের বাড়ী চলি যাবো।

শিবু। তুই বড় কথা বাড়াস বড় বৌ। আমি কি বিহিত করব না বলতেছি। যাচ্ছি একবার জমিদারের কাছারীতে—চৌধুরী মশাই এর বিহিত করেন তো ভাল, নইলে সটান যদি সদরে চলে গিয়ে এক নম্বর না ঠুকে দিয়েছি তা'হলি আমি বেন্দাবন সামন্তের ছেলেই নই।

[কোমরের গামছাটা খুলে দড়ির উপর থেকে ফতুয়াটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে চলে গেল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

[দৃশ্যপট পূর্বানুযায়ী। ঘর সংসারের কাজ সারতে সারতে গঙ্গামণি আপন মনে বকবক করছে।]

গঙ্গা। সোনা নয়, রুপো নয়—তুচ্ছু দুটো বাঁশপাতা, অ্যা! তাই কিনা, বড় ভাজের হাত থেকে তুই কেড়ে নিলি ? এট্টা ঘেন্নাপিত্তিও কি নেই ? ঝাঁটা মার অমন মাগী মুখো ব্যাটা ছেলের মুখে! ছিঃ ছিঃ! আর আমাদের এ ঘরের মিন্সেটাকেও বলিহারি। আমি মেয়ে ছেলে, আমি না হয়, কেঁদে গিয়ে পড়েইছি মাঠে—তা বলে তুমি এতটা তুলকালাম করবে ? নাঃ, পেরায় দেড় পহর বেলা হতি চলল। যে রাগী মানুষ, হয়তো সোজা সেই সদরেই চলি গেল। বেশ হয়েছে, এবার বুঝবেখন ছোট কত্তা এর ফলটা।

[গয়ারামের প্রবেশ]

গয়ারাম। ভাত দে জ্যেঠাইমা [মাটিতে পা ঠুকে] ভাত দিবি, না দিবিনে তাই বল্ ?

গঙ্গা। তোর জন্যি কি ভাত রেঁধে বসে আছি নাকি! ক্যানে, তোর সৎমা আবাগী কোথায়?

গয়া। সে আবাগীর কথা আমি জানিনে। তুই দিবি কিনা তাই বল? না দিবি তো তোর সব হাঁড়ি কুড়ি আমি—

[উঠোন থেকে একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হতে গঙ্গামণি চেঁচিয়ে উঠল]

গঙ্গা। গয়া, হারামজাদা দস্যি, দুদিন হয়নি আমি নতুন হাঁড়ি-কুড়ি কেঁড়েছি। এট্‌টা কিছু ভাঙ্গলে—

গয়া। আচ্ছা, ভাত না দিস্‌ না দিবি। নদীর ধারে বামুনদের মেয়েরা সব চিঁড়ে, মুড়কি নে পুজো করতেছে। আমি চনন্থ তেনাদের কাছে।

গঙ্গা। তাই যা না, ক্যামনে খেতে পাস দেখি?

গয়া। দেখিস্‌ ত্যাখন—

[বারান্দার আড়া থেকে গামছা তুলে নিয়ে কোমরে বেঁধে যেতে উদ্যত হল। গঙ্গামণি বলল]

গঙ্গা। আজ ষষ্ঠীর দিনে পরের চেয়ে খেলে তোর কি দুগ্‌গতি করি, তা দেখিস হতভাগা।

[গয়ারাম ঘরে ঢুকে হাতে তেল ঢেলে, মাথায় ঘসতে ঘসতে বেরিয়ে এলো]

গঙ্গা। দস্যি কোথাকার। ঠাকুর দেব্‌তার সঙ্গে গোয়ার্ত্তুমি! ডুব দে এখুনি ফিরে আসবি, তা বলে দিচ্ছি, আজ আমি বড্ড রেগে রইয়েছি।

[গয়ারাম দাঁত বার করে ভেঙচিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে যাবার উপক্রম করল। গঙ্গামণি পেছন পেছন ছুটে গেল]

আজ ষষ্ঠীর দিনে কার ছেলে ভাত খায়রে? পাটালিগুড়ের সন্দেশ দে, চাঁপা কলা দে, দুধ-দই দে ফলার করা চলেনে তোমার?

গয়া। তবে তুই দিলিনি ক্যানে পোড়ারমুখী?

গঙ্গা। শোন কথা ছেলের। কোথায় চ্যান, কোথায় কি? দস্যির মত ঢুকেই বলে, দে ভাত। ভাত কি আজ খেতি আছে?

গয়া। ফলার তোর পচুক। রোজ রোজ আবাগীরা ঝগড়া করবে, আর রোজ আমি তিন পোর বেলায় ভাতে ভাত খাবো? না, আমি তোদের কারুর কাছে খেতি চাই নে—

[চলে যেতে উদ্যত হলে গঙ্গামণি কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল]

গঙ্গা। আজ ষষ্ঠীর দিনে কারো কাছে চেইয়ে খেইয়ে অমঙ্গল করিস নে গয়া। নক্ষী বাপ আমার—না হয় চারটে পয়সা দেবোরে, শোন—

গয়া। চাইনে আমি ফলার, চাইনে আমি পয়সা, তোর ফলারে আমি ইয়ে করি।

[প্রস্থান]

গঙ্গা। কথায় বলেনে, পর কখনো আপন হয় না। হবে কি কইরে? বলি, বাপটাই যার মানুষ নয়—

ফেলারাম। [নেপথ্যে সাড়া দিয়ে উঠোনের মধ্যে এসে দাঁড়াল] কৈ গো, বড় গিন্নী, কোথায়? এই যে—তা একা একা কার সঙ্গে কথা কইতেছ গো?

গঙ্গা। কইতেছি আমার কপালের সঙ্গে।

ফেলা। ভাল, ভাল—বুঝলে বড় গিন্নী, নিজের কপালের সঙ্গে কথা বলা ভাল। তা তারও তো এট্টা কারণ চাই গো। বলি হল টা কি?

গঙ্গা। হবে আবার কি? বলতেছি আমাদের গয়ারামের কথা। এত করে বলনু—ওরে চট্ করে চ্যান করি ফলারটা খেইয়ে যা—তা' শুনলে আমার কথা! আর আমাদের ঐ ছোটগিন্নীটিও হইয়েছে ঠিক সেই রকম। বলি, পেটে না হয় নাই ধরেছিস—তেবু তো তোরই ছেলে না কি?

ফেলা। তা ছেলে তো বটেই, তবে কি জানো, সতীন পুৎতো—

গঙ্গা। অ্যা-অ্যাই! সতীন পুত্তুর বলেই এতটা বেলা হইয়ে গেল, ছেলেটারে

ফলারটুকুও দিতে পারলিনি। উদিকে আবার সৎমা বল্‌লি ছোট-কত্তার কত পোড়ানি! বলবই তো—একশোবার বলব।

ফেলা। তা তুমি সারা দুপুর জুড়ে তারে বকাবকি কোরোখন—এখন আমার পাব্বুনিটুকু দে দাও দেখি।

গঙ্গা। পাব্বুনি নেবে তো সেই সে বেলা এসো। ছাখতেছ ঘরের ছেলেটা এখনো খায়নি।

ফেলা। আরে না খেয়ি সে আর যাবে কোথা? তাই বলে—আমি চৌকিদার মানুষ, আমি কি আর পাঁচবার করি আসতি পারি?

গঙ্গা। [আঁচলের গিঁট খুলে] এই তোমার পাব্বুনির পয়সা নে যাও। তোমার ছেলেটারে বরং ওবেলা পাঠিয়ে দিও—চিঁড়ে মুড়ি যা দেবার দে দেব।

[ফেলারামের প্রস্থান]

গঙ্গা। মরুক্ গে। কে খেলে আর না খেলে আমার বয়েই গিয়েছে। আমি আর চোখ তুলি কারুর দিকে দেখতি যাবনি। [নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে স্নান করে গয়ারামের প্রবেশ]

গয়া। ফলারের সব শীগ্‌গীর নে আয় জ্যাঠাইমা। বড্ড ক্ষিদে পেইয়েছে। কিন্তু পাটালি সন্দেশ কম দিবি তো আজ তোকে শুদ্ধু খেইয়ে ফেলব।

গঙ্গা। [ঘর থেকে] তুই ত্যাতক্ষণ মাথাটা আঁচড়া, আমি সব নে আসতেছি।

গয়া। শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর আয়। [চুল আঁচড়ে নিজেই একটা আসন পেতে ঘটিতে জল গড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল।]

[গঙ্গামণি এসে ঢুকল]

গঙ্গা। ও মা! নিজেই একেবারে ঠাঁই কইরে জলটল গড়িয়ে নে বসেছিস। এই তো আমার লক্ষ্মী ছেলে। তা তুই এট্টুখানি বস—আমি এক্ষুনি আনতেছি।

গয়া। বড্ড ক্ষিদে পেইয়েছে আমার। দেরী করিস নে।

গঙ্গা। না, না, ঘরে ঢুকব আর বেরোব। [ঘরে ঢুকে একটা থালায় করে মুড়ি-মুড়কি-চিঁড়ে আর এক বাটি দুধ নিয়ে বেরোল]

গয়া। চাঁপা কলা কই ?

গঙ্গা। ঢাকা দিতি মনে নেই বাবা, সব কটা কলা ইঁদুরে খেইয়ে গিয়েছে। এবারে এট্টা বেড়াল না পুষলে আর চলবে নি দেখতেছি।

গয়া। [হেসে] কলা কখনো ইঁদুরে খায় ? তোর ছিল না, তাই ক্যানে বল্‌না ?

গঙ্গা। সে কি কথারে ? কলা ইঁদুরে খায় না ?

গয়া। [দুধ চিঁড়ে মাখতে মাখতে] আচ্ছা খায় তো খায়, কলা আমার দরকার নেই। পাটালি গুড়ের সন্দেশ নে আয়।

গঙ্গা। আচ্ছা, আচ্ছা, তুই খেতি থাক্, আমি আনতেছি। [ঘরে ঢুকে একটুখানি খুটখাট করে বলল] ঐ যাঃ—এও ইঁদুরে খেইয়ে গিয়েছে বাবা, কখন মন ভুলাস্তে—[বাইরে এসে] সত্যি বলতেছি গয়া—

গয়া। তবু বলছ, সত্যি বলতেছি—যা, আমি তোর কিচ্ছু খেতি চাইনে। [পা দিয়ে লাথি মেরে সব ফেলে ছড়িয়ে দিল] আচ্ছা, আমিও দেখাচ্ছি মজাটা—[উঠোন থেকে একটা চ্যালা কাঠ তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। পিছন পিছন গঙ্গামণি হাঁ—হাঁ—করিস কি, করিস কি বলতে বলতে গিয়ে ঢুকল। ভেতর থেকে ভাঙ্গাচোরার শব্দ শোনা যাবে]

গঙ্গা। [নেপথ্যে] উঃ। তুই আমাকে মারলি হারামজাদা ?

[শ্যালক পাঁচুকে নিয়ে শিবুকে প্রবেশ করতে দেখে গয়ারাম বাইরের দিকে দৌড় দিল]

শিবু। বলি ব্যাপারটা কি ? গয়া হারামজাদা অমন কইরে ছুট মারল ক্যাঁনে ?

গঙ্গা। [কেঁদে উঠল] গয়া আমাদের সব্বস্ব ভেঙ্গে দে আমার হাতে এক ঘা লাঠি কষিয়ে পালিয়ে গ্যালো। এই ছ্যাখ, ক্যামন ফুইলে উঠেছে।

শিবু। দেখলে, দেখলে পাঁচু, ছোঁড়ার আস্পদাটা।

পাঁচু। আমি তো অনেক আগেই দেখেছি—এবার তুমি ছাখো। তবে কিনা, এ তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, আর আমি হনু কুটুম মানুষ।

শিবু। ঐ তো তোমার দোষ পাঁচু। বড্ড বাজে বকো তুমি। আরে বিপদে আপদে মানুষ তো আত্মীয়-কুটুমের সাক্ষাতেই সলা-পরামর্শ নেয় না কি? এই ধর না, জমিদার বাড়ী যাবার সময় তোমাকে সঙ্গে নে গেলুম ক্যানে? না—তুমি নেখা-পড়া জানা নোক, কোর্ট-কাছারীর ঘাত-ঘোত সব তোমার জানা—

পাঁচু। তা—বুঝলে সামন্ত মশাই, তোমার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে পাঁচু নস্করকে অনেক নোকেই ডাকে। আর ধর, নেখাপড়া শেখাই বা ক্যানে? না—যদি পাঁচজনের উব্‌গারে নাগে। তা আমি বলছিনু কি জানো সামন্ত মশাই,—গয়ারাম আমাদের দুষ্টু বজ্জাত ঠিকই। কিন্তু কি বলে, ওর জ্যাঠাইমার গায়ে হাত তোলার সাহসই ওর হবে না—যদি না ওর পেছনে নোক থাকে। না, কি বল দিদি?

গলা। তা নয় তো কি? এই এতটুকু বেলা থেকি আমি তারে কোলেপিঠি কইরে মানুষ করিছি—আমি তারে চিনিনে! এ নিঘ্যাৎ ওর সৎমা আবাগীর কাজ।

পাঁচু। ঐ তো, ঐ তো ভুল করলে দিদি। তোমাদের দোষ কি জান, তোমরা শুধু কাছের টুকুই ছাখো। কিন্তু আড়ালে থেকি যে কলকাঠি নাড়ে—।

শিবু। হেঁয়ালি রেখে এট্টু খুলে বল তো পাঁচু। আমি তো এর কিছুই বুঝতি পারতেছি নে।

পাঁচু। এই সোজা জিনিসটা বুজতি পারলে না সামন্ত মশাই?

শিবু। না।

পাঁচু। সে তুমি বুজতি পারবেও নে। আমি বলি কি, এর মধ্যি ঐ ছোট সামন্তের কারসাজি আছে। সেই নিজের ছেলেকে উসকে দে—না, কি বল দিদি?

গঙ্গা। ঠিক বলেছিস। ঐ ছোটকত্তাই তারে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছে। নইলে ও ছোঁড়ার এতদূর সাহস হয়? তোমরা এর কি বিহিত করবে কর—নয়তো আমি গলায় দড়ি দে মরব।

শিবু। আজ ষষ্ঠীর দিনে—নিজে এমন কইরে একবার হেনস্তা কইরে গেলি—তারপর আবার ছেলেকে পাঠালি তার গায়ে হাত তুলতি। দাঁড়াও, এর ব্যবস্থা এখুনি করতেছি। চল্‌তো পাঁচু, একবার থানায় যাই। চৌধুরী মশাই য্যাখন এর বিহিত কিছু করবেনই না—ত্যাখন চল থানা-পুলিশই করি। বাপ-ব্যাটার হাতে আজ যদি হাতকড়ি পরাতি না পারি, তাহলি আমি বেন্দাবন সামন্তের ছেলেই লই।

পাঁচু। আইন মতে, বুঝলে সামন্ত-মশাই, আইন মতে এর নাম অনধিকার প্রবেশ। লাঠি নিয়ে বাড়ী চড়াও হওয়া, জিনিসপত্র ভাঙ্গা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা—এর সাজা হল ছ' মাস জেল। তুমি এব্বার কোমর বেঁধে দাঁড়াও দেখি সামন্ত মশাই, আমি ক্যামন না, বাপ-ব্যাটারে জেলের ঘানি ঘুরাই। [উভয়ের প্রস্থান]

গঙ্গা। এইবার ছোটকত্তা টের পাবে মজাটা। আমাদের পাঁচু য্যাখন এর মদ্দি নাক গলিয়েছে, তখন বাপ-ব্যাটাকে নিঘ্যাৎ জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বে। যাই খবরটা একবার শুনিয়ে দে আসি। [চ্যালা কাঠটা হাতে করে এদের তরফে গিয়ে দাঁড়াল] ক্যামন গো ছোট কত্তা, ছেলেরে দে আমারে আর মার খাওয়াবে? এখন যাও, বাপ-ব্যাটায় একসঙ্গে ফাটক খাটগে।

[শম্ভু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

শম্ভু। কি, কি হইয়েছে বৌঠান? আমি তো কিচ্ছুই জানিনে।

গঙ্গা। আমার কাছে স্থাকা সাজলে কি হবে? এখুনি দারোগা আসতেছে, তার কাছে গিয়ে জবাব দিও—কিচ্ছু জান কিনা?

[বিন্দু বেরিয়ে এসে দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়ায়, শম্ভু গঙ্গামণির হাত ধরে বলল]

শম্ভু। মাইরি বলতেছি, বড় বৌঠান, কি হইয়েছে, কি বেত্তান্ত কিচ্ছুই আমরা জানিনে। বলি হইয়েছেটা কি?

গঙ্গা। তোমরা তাহলি কিচ্ছুই জাননে বলতেছ?

শম্ভু। সত্যি বলতেছি, মা কালীর দিব্যি! আমি কিচ্ছুই জানিনে।

গঙ্গা। তা য্যাখন মা কালীর দিব্যি কাটতেছ,—আচ্ছা, তুমিই বল তো ঠাকুরপো, দুধ-চিঁড়ে-মুড়কি-মুড়ি দে ফলার করা হয় নে? আদর কইরে তাই তারে দিতে গেনু, তো বাবুর মন উঠলনি। পাটালি গুড়ের সন্দেশ দিতি পারিনি বলে, আমার নতুন কাঁড়া হাঁড়ি-কুড়িগুলোকে তো ভাঙ্গলই, তার উপর আমার হাতেও এক ঘা—

বিন্দু। ক্যামন, যা বলেছিনু তাই হ'ল কি না? কতদিন বলি, ওগো, দস্যি ছোঁড়াটারে আর ঘরে ঢুকতি দিয়োনি, তোমার ছোট ছেলেমেয়েগুলোরে না হক মেইরে মেইরে খুন করি ফেলবে। তা বাবুর গ্রাহ্যিই হয় না। আ-হা-হা, দিদির হাতের ড্যানাটা ক্যামন ত্থাখ্‌ না ত্থাখ্‌ ফুইলে উঠেছে গো!

শম্ভু। আমার দিব্যি বড় বৌঠান—সত্যি কথা বল দিনি—দাদা কি সত্যি সত্যি থানায় গিয়েছে?

গঙ্গা। ওমা, মিছে কথা বলব ক্যানে গো। তোমার দিব্যি ঠাকুরপো, মানুষটা সত্যিই থানায় গিয়েছে। সঙ্গে আবার আমাদের পাঁচুও গিয়েছে।

শম্ভু। ও বাবা, আবার পাঁচু বেয়াইও এইসে জুটেছে এর মদ্দি! তোমার ভাই, তাই বললি হয়তো তুমি আবার রাগ করবে, কিন্তু পেটে ওর ঘ্যাত প্যাঁচাল বুদ্দি—

গঙ্গা। তা বুজি আমি জানিনে ঠাকুরপো, আমাদের পাঁচুই তো তোমার দাদারে থানায় নে গেল।

বিন্দু। নিত্যি বলি দিদি, কোথায় যেন নদীর পোল হতেছে, সেথায় ছোঁড়াটারে নে গে কাজে নাগিয়ে দাও। তা-না—ইস্কুলে দিয়েছি। পড়ুক। ছেলে যেন ওর উকিল মোক্তার হবে।

শম্ভু। আরে সাদে দিই নি সেখানে! সবাই কি ঘরে ফিরতে পায়—অদ্দেক নোক মাটিতে চাপা পইড়ে কোথায় যে তলিয়ে যায়—তার তাল্লাসই মেলে না।

গঙ্গা। দুগ্গা, দুগ্গা!

বিন্দু। তবে যাও, বাপ-বেটায় মিলে ফাটক খাটগে, যাও।

শম্ভু। আমি কালই গিয়ে পাঁচ্লার পোলে ছোঁড়াটারে নে গে কাজে নাগিয়ে দেব বৌঠান। তুমি এখন যে করে পারো, দাদারে ঠাণ্ডা করো। এমন কাণ্ড আর কখনো হবে নি।

বিন্দু। আর, তা ছাড়া, ঝগড়াঝাটি যা কিছু, সবই তো ঐ ড্যাকরাটার জন্যি। তোমাদেরও কতবার বলেচি দিদি, ওকে অতো আস্কারা দিওনি।

শম্ভু। এই আমার মরা মায়ের দিব্যি বৌঠান, তুমি নিশ্চিন্তি হইয়ে ঘরে যাও। যে কইরে হোক, কাল ছোঁড়াটারে গাঁ ছাড়া কইরে তবে আমি জল গ্রহণ করব।

[গঙ্গামণি নিজের ঘরের দিকে ফিরল, শম্ভু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল—ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[থানা—ঘরের কোণ ঘেঁষে একটি টেবিল, দুপাশে দুটি চেয়ার ও একটি বেঞ্চ। টেবিলের উপর ডায়েরীবই ও অন্যান্য খাতাপত্র। একদিকে একটি জলের সরাই। দুজন কনেষ্টবলকে দেখা যাচ্ছে। দারোগাবাবু চেয়ারে বসে। চৌকিদার ফেলারাম হাতজোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে]

ফেলারাম। আজ্ঞে, আমার কি দোষ বলেন তো বড়বাবু। আমার হইয়েছে যাকে বলে শাঁখের করাতের অবস্থা। উদিকে গেলে আপনি ভাঁটান, আর ইদিকে এলে চৌধুরী মশাই দাবড়ানি দেন।

দারোগা। কেন? চৌধুরী মশায়ের দাবড়ানি দেবার হক্‌টা কি? তুই কি চৌধুরী মশাইয়ের ভুঁইমালী?

ফেলা। আজ্ঞে, আমিও তো তাই বলি বড়বাবু। কিন্তু চৌধুরী মশাই হুম্‌কে উঠে বলেন—ব্যাটা, মাস গেলে এই যে দশটা কইরে ট্যাকা মাইনে পাস, সেটা তোরে গ্যায় কে, ঐ থানার দারোগা, না আমি—এই রিউনিয়ান বোডের পেসিডেন?

দারোগা। তা তোর প্রেসিডেন্ট কি তার নিজের ঘর থেকে টাকা দেয় তোকে? তার জন্য চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় না লোকে?

ফেলা। আজ্ঞে দেয় তো।

দারোগা। তবে? এই আমি তোকে বলে দিচ্ছি ফেলারাম, সরকারী কর্মচারী তুই, ও সব প্রেসিডেন্ট-ট্রেসিডেন্ট আমি কিছু শুনতে চাই নে। বলি, গাঁয়ে ঘরে কিছু একটা হলে, কেস লেখাতে কোথায় আসতে হয় তোকে—এই থানায়; না ঐ প্রেসিডেন্টের বাড়ী?

ফেলা। আজ্ঞে অন্তত্তর।

দারোগা। অন্যত্তর! অন্যত্তর মানে?

ফেলা। আজ্ঞে স্বতন্তর।

দারোগা। পাগলের মতো কি সব বকছিস রে বেটাচ্ছেলে। একবার বলছিস অন্যত্তর, আবার বলছিস স্বতন্তর, মানে কিরে এ সব?

ফেলা। আজ্ঞে সেই কথাই তো বলতেছি আপনাকে। মুনিব তো মনে করেন, আপনারা দুজনেই। সুতরাং দুজনের ঠেঁয়েই—

দারোগা। তা সারাদিন ধরে তুই তোর প্রেসিডেন্টবাবুর শ্রীচরণ ধরে পড়ে থাক না গিয়ে, শুধু হাটের দিন ছুটোছে দয়া করে হাটের তোলাটা বাবা তুলে দিয়ে যাস—বুঝেছিস।

ফেলা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। আজ্ঞে হ্যাঁ নয়, মনে থাকে যেন। নইলে তোর ঐ চৌকিদারী

আমি জন্মের মত ঘুঁচিয়ে দেব বুঝেছিস। এখন একবার কোয়ার্টারে যা দিকিনি—গিন্নী কেন যেন তোর খোঁজ করছিল।

[ফেলারাম চলে গেল]

[দত্ত মশাই এসে ঢুকলেন]

দারোগা। আরে আসুন আসুন দত্ত মশাই। তা হঠাৎ কি মনে করে?

দত্ত। দরকার না পড়লে কি আর তিন মাইল পথ ঠেঙ্গিয়ে আপনার থানায় আসি মশাই।

দারোগা। তাতো বটেই, তা বলুন কি করতে পারি আমি?

দত্ত। একটা নালিশ নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।

দারোগা। নালিশ? কিসের নালিশ দত্ত মশাই?

দত্ত। পাড়ার ডানপিটে ছোঁড়াগুলোর জ্বালায় আর টিকতে পারছি না দারোগাবাবু।

দারোগা। কি রকম?

দত্ত। হ্যাঁ, এই দেখুন না। বাড়ীর লাগোয়া একটা কলমের আম বাগান করেছি। তা আপনার বিঘে দুয়েক হবে। কিন্তু পাড়ার ছোঁড়াগুলো মশাই, গাছে আর একটাও আম থাকতে দিচ্ছে না। আপনি যদি ডাকিয়ে ওদের একটু কড়কে দেন, তাহলে—

দারোগা। খুবই উপকার হয় কেমন? কিন্তু একটা ডায়েরী অন্ততঃ যদি না করান, তাহলে আমাদের পক্ষে—

দত্ত। ডায়েরী করলে তো মশাই; মানে বুঝতেই তো পারছেন, পাড়ারই ছেলে সব।

দারোগা। ঐ তো আপনাদের দোষ দত্ত মশাই, বিপদে পড়লেই আপনারা থানায় আসবেন, অথচ—তা দাগী-টাগী কারো উপর সন্দেহ হয়? তা হলে তাই বলুন না—একদিন থানায় এনে বেধড়ক পিটিয়ে দিচ্ছি।

দত্ত। না, না, মশাই, তা করতে যাবেন না। এ হচ্ছে স্রেফ পাড়ার

ছেলেগুলোর বজ্জাতি। দাগী টাগীগুলোকে নিয়ে টানাটানি করলে শেষ কালে রাত্তির বেলায় সিধ-টিধ কেটে—

দারোগা। বেশ, তাহলে অন্ততঃ পাড়ার কয়েকটা দুষ্টু, বজ্জাত ছেলেরই নাম টাম দিয়ে যান।

দত্ত। সকলেই ভদ্রলোকের ছেলে মশাই, অথচ—। আচ্ছা আমি বরং বেশ ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর—

[পাঁচুকে নিয়ে শিবুর প্রবেশ ।

শিবু। নমস্কার বড়বাবু। দত্তজা নমস্কার।

দত্ত। আরে শিবু যে, থানায় কেন? এটি কে?—চিনলুম না তো?

শিবু। এটি আজ্ঞে আমার ছোট সম্বন্ধী। এট্টা বিচারের জন্যি আপনার কাছে এনু বড়বাবু।

দারোগা। বিচার? কিসের বিচার হে?

শিবু। আজ্ঞে আমার ভাইপো গয়ারাম আমার পরিবারেরে আজ্ঞে মেইরে একেবারে আধ্‌মরা করি ছেইড়েছে।

দত্ত। সে কি কথা শিবু। গয়ারাম—তার জ্যাঠাইমাকে মেরেছে?

শিবু। আজ্ঞে হ্যাঁ, চ্যালাকাঠের বাড়ি মেইরে তার হাতের ড্যানাটা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে।

পাঁচু। তা ছাড়া, পিঠে, বুকে, কোমরেও বেশ কয়েক ঘা পইড়েছে—বড়বাবু।

দারোগা। হুঁ, তা সেই ছেলেটি—মানে তোমার ভাইপোর বয়েস কত?

শিবু। বয়েস? তা, বছর আঠারো হবে, কি বল পাঁচু?

পাঁচু। হ্যাঁ, তা হবে। তবে শুধু সে-ই তো নয় বড়বাবু, পিছনে তার বাপও আছে। সে-ই উস্‌কানি দিয়ে—

দত্ত। এ সব তোমাদের ঘরোয়া কেচ্ছা শিবু। এই নিয়ে তুমি থানা, পুলিশ করতে এলেছ?

দারোগা। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ চলছে বুঝি দত্তমশাই?

দত্ত। হ্যাঁ, আর বলেন কেন? এতদিন তো তবু একারেই ছিল। এই তো মাত্র কদিন আগে—

দারোগা। হুঁ, তা নাম কি হে তোমার?

শিবু। আজ্ঞে, শিবু—শিবু সামন্ত।

দারোগা। তা, হ্যাঁ হে শিবু—সাক্ষী-সাবুদ কেউ আছে এ ঘটনার?

পাঁচু। আজ্ঞে, সাক্ষী-সাবুদ রেইখে কি আর সে তার জ্যাঠাইমারে মেইরে গিয়েছে?

দারোগা। কিন্তু, সাক্ষী-সাবুদ না থাকলে—

পাঁচু। বড়বাবু যদি নিজে একবার দয়া করি যান, তাহলি স্বচক্ষে সব দেখেও আসতি পারবেন, শুনেও আসতি পারবেন।

দারোগা। স্বচক্ষে না হয় দেখেই এলাম সব, স্বচক্ষে কেমন করে শুনব বাপু?

পাঁচু। আজ্ঞে, স্বচক্ষে দেখবেন, আর স্বকর্ণে সব শুনবেন।

দারোগা। ও, তাহলে বলছ স্বচক্ষে দেখব, আর স্বকর্ণে সব শুনব।

পাঁচু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। বেশ, কিন্তু—

দত্ত। আমি তাহলে এখন চলি দারোগাবাবু।

দারোগা। চললেন? বসবেন না একটু।

দত্ত। না, আর বসব না। আবারও তো—মনে করুন, সেই তিন মাইল পথ ঠেঙিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে। আজকের মতন উঠি। [দত্তর প্রস্থান]

দারোগা। আচ্ছা, আচ্ছা—তা—হ্যাঁ হে, কি নাম যেন বললে তোমার—

শিবু। আজ্ঞে, শিবু।

দারোগা। হ্যাঁ, শিবু! তা ভাখো শিবু, সরজমিন তদন্ত করতে গেলে, পাল্কী ভাড়াটাড়া—এ সব তো অনেক খরচ পড়ে যাবে হে!

শিবু। আজ্ঞে খরচা যা নাগবে, তা সবই আমি দেব বড়বাবু। শুধু আপনি ভাখবেন, ভারা বাপ-ব্যাটাকে য্যান ফাটকে যায়। না, কি বল পাঁচু?

পাঁচু। তা, বৈকি। খরচের কথা যদি বললেন হুজুর, যে বিয়ের যে মন্তর। খরচা-পত্তর না করলে কি আর ফৌজদারী মামলা টেকে ?

দারোগা। এই বয়েসেই থানা-পুলিশ-আদালত সম্পর্কে খুব তো এলেমদার হয়ে উঠেছো হে ছোক্‌রা। বলি করো কি তুমি ?

শিবু। আজ্ঞে, এলেমদার তো হবেই হুজুর। পাঁচু তো আর কি বলে আমাদের মত মুখ্যু চাষী নয়—ও হল আপনার কি বলে ছাত্তবিত্তি পাশ।

দারোগা। আচ্ছা! ছাত্রবৃত্তি পাশ ? তা হলে তো তুমি খুব উচ্চশিক্ষিত হে।

পাঁচু। আজ্ঞে, আপনার ছিচরণের আশীব্বাদে পাঁচুকে সকলে তাই মানে গণেও বেশ।

দারোগা। ভাল, ভাল, তাহলে ঐ কথাই হ'ল শিবু। খরচার টাকা পয়সা দিয়ে তুমি তাহলে কেস লিখিয়ে যাও। কাল সকালেই আমি তোমার বাড়ীতে যাব।

[শিবু পাঁচুর দিকে তাকাল, পাঁচু ইঙ্গিত করলে সে ট্যাক থেকে টাকার গেঁজে বার করল—ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দৃশ্যপট ১ম দৃশ্যের অনুরূপ। গঙ্গামণি দাওয়ায় বসে রান্নাবান্না করছে গান গাইতে গাইতে বৈরাগীর প্রবেশ]

গান

তোর পায়ে ধরি গো নন্দরাণী,
গোপালকে মা মারিস নে।
তোর বুক-জোড়া ধন ব্রজের রাখাল,
তারে তুই মা ছাড়িস নে।
গোপাল যে তোর অবোধ বড় ;
কাঁপছে ভয়ে থরোথর,

তারে কোলে তুলে নে যশোদে,

তার মুখের অন্ন কাড়িস নে ॥

বৈরাগী। দুটো ভিক্ষে পাই মা, ভগবান্ তোমাদের ভাল করবেন।

[গঙ্গামণি ভিক্ষে দিলে বৈরাগী চলে গেল। একটু পরে চুপিচুপি গয়ারাম এসে ঢুকল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে একেবারে গঙ্গামণির পিছনে গিয়ে ডাকল—]

গয়া। জ্যাঠাইমা—আচ্ছা, তোর যা আছে তাই দে। আমার বড্ড খিদে পেইয়েছে।

গঙ্গা। বেহায়া, পোড়ার মুখো। আবার আমার কাছে এসেছিস? দূর হ, দূর হ এখেন থেকে।

গয়া। ইঃ, দূর হবো। তোর কথায় দূর হবো?

গঙ্গা। হারামজাদা নচ্ছার। আমি আবার তোকে খেতি দেবো?

গয়া। তুই দিবিনিতো কে দেবে? আমার কি মা আছে?

গঙ্গা। মা থাকবে কি করি? মাকে তো জম্মেই খেইয়েছিস। এখন আমাকে খা—খেইয়ে শান্তি পা। মুখপোড়ার এত বড় সাহস—

গয়া। ক্যানে তুই ইঁদুরের দোষ দিয়ে মিছে কথা বললি? নইলে তো আমার রাগ হয় না। দে না খেতে শীগ্‌গীর রাক্ষুসী। আমার পেট যে জ্বলে গেল।

গঙ্গা। ওঃ, পেট জ্বইলে গেল। পেট জ্বইলে গেল তো তোর সৎমার কাছে যা না। এখানে মরতি এসেছিস ক্যানে?

গয়া। সে আবাগীর নাকি আবার আমি মুখ দেখব? শুধু ঘরে আমার ছিপগাছাটা আনতি গেছি—তো বলে কিনা, দূর হ—দূর হ! এইবার জেলের ভাত খেগে যা।

গঙ্গা। তা তোর কপালে সেই জেলের ভাতই আছে। আমার গায়ে তুই হাত তুলিস? এত বড় তোর আস্পদ্দা।

গয়া। বারে, তুই রাগের সময় আমায় আটকাতে গেলি ক্যানে?

গঙ্গা। তাই বলে তুই আমারে মারবি। এখন যা না, ফাটকে বাঁধা থাক্‌গে।

গয়া। ইল্লি আর কি? তুই নাকি আমারে ফাটকে দিবি? তা দেনা, দিয়ে একবার মজা দেখ না। নিজেই কেঁইদে কেঁইদে মইরে যাবি।

গঙ্গা কাঁদতি আমার বয়ে গিয়েছে। যা আমার স্বমুখ থেকে বলতেছি। শত্তুর, বালাই কোথাকার।

গয়া। তুই আগে খেতে দে না, সেই সাত সকালে কখন দুটো মুড়ি চিবিয়েছি।

[পাঁচু ও শিবুর প্রবেশ]

শিবু। হারামজাদা—পাজী, আবার তুই আমার বাড়ীতে ঢুকেছিস। বেরো, বেরো বলতেছি। পাঁচু, ধর্ তো শূয়োরটাকে—

গয়া। পেঁচো শালার একটা ঠ্যাং যদি না ভেঙ্গেছি তো— [ছুটে পালাল]

পাচু। শুনলে, শুনলে সামন্ত মশাই।

শিবু। তোর দিদির আস্কারাতেই তো এতটা বাড় বেইড়েছে। এই আমি তোরে বলে দিচ্ছি বড় বৌ, আর যদি কখনো ঐ হারামজাদারে বাড়ীতে ঢুকতে দিস্ তো, তোর অতি বড় দিব্যি রইল।

গঙ্গা। দ্যাখো, ফস্ করে দিব্যি-টিব্যি গালবে না বলতেছি।

পাঁচু। তোমাদের আর কি দিদি, আমারই সব্বনাশ, কখন রাত ভিতে লুকিয়ে—

গঙ্গা। গা জ্বালানে কথা বলিস্‌নি পাঁচু। এট্টা ছোট ছেলে, রাগের মাথায় কুকাজ এট্টা করে ফেলেছে। তাই বলে, সত্যিই কি আর সে তোরে ঠ্যাঙা মারতে আসতিছে?

পাঁচু। ঐ তো, ঐ তো তোমার দোষ দিদি, সব জিনিসকে অমন তুচ্ছু করে দ্যাখো। আর আমারও হইয়েছে এমন যে, কারো বিপদ আপদের কথা শুনলি আর থির থাকতি পারিনে। তা তুমি কি বল সামন্ত মশাই, রাতটা বরং—

শিবু। থাকো না বাপু। এ তো তোমার বোন—বোনাইয়ের ঘর। কি দরকার এই রাত ভিতে আর আড়াই কোশ পথ ঠ্যাঙ্গাবার। না, কি বলগো?

গঙ্গা। জানিনে বাপু অতোশতো। এট্টা ছোট ছেলে, তার আদিখ্যেতেই বাবুরা সব ম'ল।

[গজ্‌গজ্‌ করতে করতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

সপ্তম দৃশ্য

[দৃশ্যপট পূর্বানুযায়ী। দুটো মোড়ার উপর বসে আছেন চৌধুরী মশাই ও দত্তমশাই। শিবু, শম্ভু এবং পাঁচু সামনে দাঁড়িয়ে]

চৌধুরী। তা, এত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, আর আমায় একটা খবর বার্তা দেবারও প্রয়োজন মনে করলে না শিবু? একেবারে থানায় গিয়ে খবর দিলে?

শিবু। কি করব বলেন? তুচ্ছ্ দুটো বাঁশ পাতা নে শম্ভু না হোক আমার পরিবারেরে হেনেস্তা করলে, আপনার কাছে গেনু পিতিকারের জন্যি, তা আপনি মোটে আমলই দেলেন না। তারপরই আবার মনে করুন, ছেলেটারে উস্কানি দে—

শম্ভু। সেই তুমি একই কথা বলতেছ দাদা, আমি তারে উস্কানি দিতি যাব ক্যানে?

পাঁচু। ক্যানে যাবে তা তুমি নিজিই ভাল জান ছোট সামন্ত। বলি, তুচ্ছ্ কটা বাঁশপাতাই বা তুমি এঁটো হাতে কেড়ে নিতি গেছলে ক্যানে?

শম্ভু। আহা, সে হল গে অন্য ব্যাপার। আর তা ছাড়া, ছেলে যে আমার কত বাধ্য—তাতো তোমরা পাঁচজনেই জানো। আর আমি গেছি কিনা তারে উস্কানি দিতি। বৌঠানরেই শুধোও না ক্যানে।

শিবু। ও ঘ্যাতটুকু যা শুদোবার—তা সবই আমি শুদিয়ে নিয়েছি। না, কি বল পাঁচু ?

পাঁচু। তা' লয়তো কি ? আর তা ছাড়া, আমারই তো বড় ভগ্নী—আমি তো তারে চিনি, মিছে কথা বলবার নোকই সে লয়।

চৌধুরী। কিন্তু আমি বলছিলুম কি জানো শিবু, পাড়াগাঁয়ে এ রকম ঝগড়া, কোঁদল—ও তোমার সব ঘরেই হয়ে থাকে, তা বলে থানা পুলিশ ডেকে কেউ—

দত্ত। আর তা ছাড়া মনে করো—এতে তো সারা গাঁয়েরই ইজ্জত যায়। আশেপাশের পাঁচটা গাঁয়ের লোক বলবে—গাঁয়ে কি এমন একটা মানুষ ছিল না, যে এর একটা মীমাংসা করে দেয়। তাতে তো ধরো, আমাদের সকলেরই অপমান।

চৌধুরী। অপমান বলে অপমান! এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছু হতে পারে না।

শম্ভু। তা আমি বলি কি দাদা—দারোগাবাবু এলি আমাদের চৌধুরী মশাই আর দত্তজা মিলে, তারে বুঝিয়ে বাজিয়ে—তা, তার জন্যি যদি কিছু খরচা করতি হয়—

শিবু। সে আর একন হয়নে বাপু।

দত্ত। সে তুমি বিবেচনা করে দেখো। তবে চৌধুরি মশায়ের মান ইজ্জতের কথাটাও একটু ভেবে দেখো। গাঁয়ের জমিদার। তার উপর আবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

[বাইরে পাল্কী বেহারাদের হুমহাম শব্দ]

ঐ—ঐ বোধহয় দারোগাবাবু এসে পড়লেন।

[ফেলারামের প্রবেশ]

ফেলা। কই গো শিবুদা, দারোগাবাবু এইসে গিয়েছেন। পাতঃ পেণাম হুজুর। আপনিও আজ্ঞে এইসে গিয়েছেন। নমস্কার হই দত্তজা।

গয়া। না তো, মারিনি তো হুজুর। [দরজার দিকে চেয়ে] তোরে আমি মেরেচিরে জ্যাঠাইমা? আমি তো শুধু হাঁড়িকুঁড়িগুলোন ভেঙেচি।

পাঁচু। মিথ্যে কথা হুজুর। আমার দিদিকে জিজ্ঞেস করেন। দিদি, হুজুর জিজ্ঞেস করতেছেন, সত্যি কথা বল—ও কাল দুপুরে বাড়ী চড়াও হইয়ে চ্যালাকাঠের বাড়ি তোমারে মারে নি?

গয়া। সে তো শুধু এক ঘা—ড্যানাটায় লেইগে গ্যাছে।

শিবু। এক ঘা লেইগে গ্যাছে? হারামজাদা. মিথ্যাবাদী।

পাঁচু। ধর্মাবতারের কাছে সত্যি ছেইড়ে মিথ্যে বলো নি দিদি।

চৌধুরী। শিবুর সম্বন্ধটা তো আচ্ছা ফিচেল দত্তজা, মায়েরে বলে ছেলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে।

দত্ত। হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।

শম্ভু। বড় বৌঠান, দারোগাবাবু যা জিজ্ঞেস করতেছেন, বুজে সমজে তার জবাব দিও।

শিবু। বুজে সমজেই জবাব দেবেরে .বাপু। তোরে আর অতো ব্যস্ত হত্তি হবেনে। বড় বৌ, যা জানিস, সব বলদিনি হুজুরের ঠেয়ে।

[দরজার আড়ালে গঙ্গামণি অস্ফুটে কি বলল]

পাঁচু। ঐ, ঐ শোনেন হুজুর, আমার দিদি বলতেছে—ও তারে মেইরেচে।

গয়া। ছ্যাক্ পেঁচো, তোর ঠ্যাং যদি আমি না ভাঙ্গি তো [কেঁদে ফেলল]

পাঁচু। শুনলেন হুজুর শুনলেন। হুজুরের স্মুকেই বলচে ঠ্যাং ভেইঙ্গে দেবে—ও হলি তো আড়ালে ও খুন করতি পারে। ওঁরে বাঁধবার হুকুম দ্যান হুজুর

দারোগা। [একটু হেসে] তোমার কোন ভয় নেই গয়ারাম। কি হয়েছে, গ আমায় খুলে বল তো।

গয়া। আমার মা নেই, ভাই সবাই মিলে—

চৌধুরী। ছেলেটার কান্না দেখেও কি তোমার মায়া হচ্ছে না শিবু। যথে হয়েছে, এবার ছাড়ান দাও।

দারোগা। বড্ড ছেলে মানুষ! তা শোন গয়ারাম, যা করেছ, তাতো করেছই, আর কখনো যেন অমন কাজ করো না। বুঝেছ?

গয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। মনে থাকবে তো? আবার কোনদিন যদি শুনেছি, তাহলে কিন্তু একেবারে চালান করে দেব। আচ্ছা যাও।

[গয়ারাম চোখের জল মুছে চলে গেল]

শিবু। কিন্তু হুজুর, শম্ভু যে ওর ছেলেরে উস্কানি দিলে, তার কি হবে?

দত্ত। সেটা তো প্রমাণ সাপেক্ষ হে শিবু।

পাঁচু। এর আবার প্রমাণ থাকবে কি দত্তজা। এতো আপনার জলের মতই পরিষ্কার।

দারোগা। জল সব সময় পরিষ্কার থাকে নাহে পাঁচু, মাঝে মাঝে ঘোলাও হয়ে যায়। তা বুঝলে শিবু, যতদূর আমি দেখলুম, এতে তোমার ভাইয়ের কোন দোষ নেই। সুতরাং পুলিশেরও এ' ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই। তবে তোমরা যদি চাও তাহলে ফৌজদারী করতে পারো।

পাঁচু। আজ্ঞে প্রেয়োজন হলি তাই আমাদের করতি হবে।

দারোগা। তাহলে তাই করো। কইরে ফেলারাম, পাঁড়ে, চল্ চল্—সব।

চৌধুরী। সে কি ধুলোপায়ে একেবারে—তাকি কখনো হয় নাকি? একবার আমার ওখানে চলুন। এবেলার মত—

দারোগা। আরে না, না—আপনি ব্যস্ত হবেন না চৌধুরী মশাই।

দত্ত। বিলক্ষণ, এর আর ব্যস্ত হবার কি আছে। ও আপনার দারোগাই বলুন, আর হাকিমই বলুন, গাঁয়ে একবার এসে পড়লে—নইলে মনে করুন, এতে যে চৌধুরী মশায়ের অপমান হবে।

চৌধুরী। ওরে ফেলারাম, তুই বাবা একটু আগে আগে যা—কাছারীতে গিয়ে খবর দে, আমি দারোগাবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি।

দারোগা। নেহাৎ ছাড়বেন না যখন—

ফেলা। কত্তামশায়ের হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া খুব শক্ত বড়বাবু। আমি তাহলি এগিয়ে যাই—আপনারা আসুন [ফেলারাম চলে গেল]

চৌধুরী। দত্তজা, তুমিও কিন্তু—

দত্ত। আবার আমাকে কেন—আমি তো—

চৌধুরী। না, না, তা হয় নাকি, চল চল। আচ্ছা; এবার আমরা উঠলাম শিবু। তোমরা তাহলে একটা সহজ নিষ্পত্তিতে এলে না! বেশ ভাল কথা। চলুন দারোগাবাবু।

[সকলে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

অষ্টম দৃশ্য

[শিবুর বাড়ী। দৃশ্যপট পূর্বানুযায়ী। উঠানে বসে শিবু গরুর জন্যে খড় কুচোচ্ছে। গঙ্গামণি টুকিটাকি গৃহকর্ম সারছে।]

গঙ্গা। এট্টা সামান্তি ব্যাপার নিয়ে তোমরা যা করলে, পাড়ায় ঘরে আর মুক দ্যাকাতি পাচ্ছি নি।

শিবু। মুক দ্যাকাতি না পারিস তো—মুক দ্যাকাস নে। চুম্‌মেরে ঘরে বইসে থাক। অ্যাঃ! মুক দ্যাকাতি পাচ্ছি নি। ক্যানে, মুক না দ্যাখাবার মতন হইয়েছেটা কি?

গঙ্গা। কি হয়নি তাই বল। সেদিন সেই পুলিশের হাত থেকি ছাড়া পেইয়ে গয়া মুকপোড়া যে কোথায় উদাও হ'ল, তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনে।

শিবু। তা, তার খোঁজে আমাদের দরকারটা কি?

গঙ্গা। দরকার নেই! কোলেপিঠে কইরে অপোগণ্ডটারে মানুষ করনু, আমারে ছাড়া আর সে কারেও জানেনে।

শিবু। ওঃ! ওয়ারে ছাড়া কারুরে সে আর জানেনে। তা জানেনে যদি, তা হলি চ্যালাকাঠ দে অমন ঠ্যাঙালে ক্যানে?

গঙ্গা। ও রাগের মাথায় অমন করিই থাকে। তাই বলে, ও নিয়ে অমন অনাছিষ্টি কাণ্ড কেউ করেনে। এই তো কাল গয়ারামের মাসি এইসে আমারে ডাইনি-মাইনি কত কথা বইললে।

শিবু। তা, তুই তার কি জবাব দিলি?

গঙ্গা। এর আর কি জবাব দেব?

শিবু। বাঃ, সে বাড়ী বইয়ে এইসে তোরে গালমন্দ করল, আর তুই তারে কিছুই বললি নি।

গঙ্গা। না।

শিবু। আমি বাড়ী থাকলি মাগীকে ঝ্যাঁটাপেটা কইরে—

গঙ্গা। তাহলি আজ থেকি বাড়ীতেই বইসে থেকো, আর কোথাও বেরিওনি।

শিবু। মানে?

গঙ্গা। না, তাই বলছিনু।

শিবু। তুই বড় গা জ্বালানে কথা বলিস বড়বৌ।

গঙ্গা। তা, গা যাতে না জ্বলে, তার ব্যবস্থা করলিই পারো। আমারে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে ছাও।

শিবু। ঐ তো, ঐ তো তোর দোষ। এট্টা কথা কইবার জো নেই। অম্‌নি বাপের বাড়ীতে চইলে যাব। তা যানা বাপের বাড়ী।

গঙ্গা। তাই যাবো।

শিবু। শালার সম্‌সারে তুই ঘেন্না ধরিয়ে দিলি বড় বৌ। মেয়ে মানুষের অতো ত্যাজ ভালো নয়। কিসির মধ্যি কি, না,—পান্তাভাতে ঘি। তেবু যদি ধরে অমন গোবেড়েন টা না বেড়িয়ে দিত।

গঙ্গা। হারামজাদার সে বুদ্ধিটুকুই যদি ঘটে থাকত, তাহলি কি ওর এমন খোয়ারটা হয়। মা নেই, সৎমা আবাগী তো দিনরাত দাঁতেই পিষতেছে, তার উপর তুমিও তারে জেল হাজতে পাঠানোর ধান্দায় ঘুরতেছ। বাছা আমার সেই ভয়েই দেশ ছাড়া হইয়েছে।

শিবু। বলি, দেশছাড়া হইয়ে আর যাবে কোথায়? ফেলারে তার সন্ধানে লাগিয়েছে পাঁচু।

গঙ্গা। ঐ পাঁচুটাই হইয়েছে ওর মুষোল। মুখ পোড়ারে দেব একদিন ঝ্যাঁটাপেটা কইরে।

শিবু। আঃ, ছিঃ ছিঃ, তুই কারে যে কি বলিস বড় বৌ। নিজের মায়ের পেটের ভাই—

গঙ্গা। ভাই বলেই তো কিছু বলিনি এদ্দিন। নইলে—

শিবু। ও, হ্যাঁ ভাল কথা, হ্যাঁরে, পরশু দিনে শুনমু শম্ভু নাকি ঝাড়ের থেকি দুটো বাঁশ কেইটে নে গিয়েছে।

গঙ্গা। হ্যাঁ।

শিবু। তুই ত্যাকন বাড়ী ছিলিনি?

গঙ্গা। থাকবো না ক্যানে? নিজির চোকিই তো সব দেকমু।

শিবু। তা আমারে তুই একবার জানালি নে?

গঙ্গা। এর আর জানানোর কি আছে? বাঁশ ঝাড় কি তোমার একার? ঠাকুরপোর তাতে ভাগ লেই?

শিবু। তোর কি মাথা খারাপ হইয়েছে বড় বৌ?

[পাঁচুর প্রবেশ]

পাঁচু। সামন্ত মশাই, ব্যবস্থা সব হইয়ে গেল।

শিবু। কিসের ব্যবস্থা পাঁচু?

পাঁচু। পাঁচু থাকলি যা হয় তাই। সদর থেইকে একেবারে ওয়ারিণ্ট বার করিয়ে এইসেছি।

শিবু। ওয়ারিণ্ট কি আবার? ও পাঁচু?

পাঁচু। গেরেপ্তারি পরোয়ানা। দিদি, ঘরে যাচ্ছ? এক ঘটি জল তাও তো।

গঙ্গা। ওই তো কলসী রইয়েছে। গড়িয়ে খা।

[ঘরে ঢুকে গেল]

পাঁচু। কি ব্যাপার সামন্ত মশাই? দিদির মেজাজটা খুব গরম ভাকতেছি। ঝগড়াঝাঁটি হইয়েছে নাকি?

শিবু। ঐ যে ছোঁড়ার নামে পরোয়ানা বার করিয়েছিস তাই। দাঁড়া আমি জল গড়িয়ে দিচ্ছি।

পাঁচু। আরে না, না,—আমি নিজেই নিচ্ছি। [ঘটিতে জল গড়িয়ে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে] আঃ, তা বুজলে সামন্ত মশাই, এখন সেই ছোঁড়াটা কোথায়, তা একবার জানতি পারলেই—

শিবু। ছোঁড়াটার জন্যি অনেক করিছি, বুজলি পাঁচু। কিন্তু আর নয়। মায়া মমতা সব আমি বিসজ্জন দিয়েছি। ছোঁড়ারে আমি জেল খাটিয়ে তবে ছাড়ব।

পাঁচু। এই তো মরদের মতন কথা। মরদ কি বাত, হাতি কি দাঁত—না, কি বলো?

শিবু। তা বৈকি। বেলা কত হল বলদিনি পাঁচু? বেজায় খিদে নেইগেছে। বড়বৌ, এবার আমাদের খেতি দে। বলি, সাড়া দিচ্ছিসনে যে? আমাদের খেতি দে।

গঙ্গা। [ঘর থেকে] কে রাঁধলে যে তোমাদের খেতি দেবো?

শিবু। রাঁধিস নি এখনো? ক্যানে শুনি?

[গঙ্গামণি ঢুকল]

গঙ্গা। আমি তো তোমাদের কেনা দাসী-বাঁদী নই বাবু, যে, হুকুম হলিই রেঁধে দিতি হবে। আমার আজ শরীল ভাল নেই। আজ আর আমি পারবুনি।

শিবু। পারবিনি তো আগে বলিসনি ক্যানে? না হয় নিজিই দুটো ফুটিয়ে নিতুম। আসলে আমাদের না খাইয়ে রাকার মতলব তোর।

গঙ্গা। তাই যদি ভাব তো তাই। ওঃ, কি আমার গুরুঠাকুর এইয়েছেন রে— শরীল খারাপ নিয়েও ওঁদিকে রেঁধে খাওয়াতি হবে।

শিবু। রোজ রোজ মাগীর শরীল খারাপ! রাঁধতি পারবিনি তো, বেরো, বেরো আমার বাড়ী থেইকে। (ধাক্কা দিতে গঙ্গামণি পড়ে গেল, শিবু তাকে একটা লাথি মারল)

পাঁচু। আহা হাঃ, করছ কি সামন্ত মশাই। তুমিও কি খেপলে নাকি?

(পাঁচু শিবুকে টেনে সরিয়ে দিল, মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল)

নবম দৃশ্য

[শিবুর বাড়ী। দৃশ্যসজ্জা পূর্ববৎ]

পাঁচু। তুমি এমন মুশড়ে পড়লে কেন সামন্ত মশাই? কোথায় আর যাবে? দিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীতে গিয়েছে।

শিবু। না হে পাঁচু না। সেথায় আমি নোক পাঠিয়েছিনু।

পাঁচু। তবে?

শিবু। আমিও তো তাই ভাবতেছি। ঝগড়া-ঝাটি বা অশান্তি তো আর সম্‌সারে নতুন নয়, রাগারাগির মুখে বাপের বাড়ী চলে যাব বলে ভয় দেখালেও আজ পজ্জন্ত নিজের থেকি কখনো তোমাদের বাড়ীতে ও যায় নি।

পাঁচু। তা অবশ্য ঠিক।

শিবু। বে'র পর আজ পজ্জন্ত নিজের থেকি ককনো তোমাদের বাড়ীতে যায় নি সে। হয় আমি নিজে নে গেছি, আর নয়তো গয়ারে নে—

পাঁচু। আমিও তো তাই ভাবছি সামন্ত মশাই। দিদির যে এমন মতিগতি হবে—

শিবু। আসলে কি জানিস পাঁচু, ঐ ছোঁড়াটার জন্যি তোর দিদির মনটা পুড়তেছে। নিজের যেটা হয়েছেল, সেটা তো আঁতুরেই মইরেছে। তারপর ঐ গয়াটারেই তো সে—

পাঁচু। তা, সেও তেমনি তার দাম দিয়েছে—চ্যালা কাঠের বাড়ি মেইরে।

শিবু। না, না, ওকথা বলিস নে পাঁচু। অন্যায় অবশ্যি ছোঁড়াটা কইয়েছে—কিন্তু জ্যাঠাইমারে ভালোও তো সে বাসে।

পাঁচু। হ্যাঁ, বিড়াল যেমন ভালবাসে মাছ। জানে তো; যে জ্যাঠাজ্যেঠী মরলে বিষয়-সম্পত্তি যা সব আছে—

শিবু। সে কথা অবিশ্যি ঠিক। যা একটু ধূলোগুড়ো আমাদের আছে, তা তো ওরাই পাবে। কিন্তু তা নয়। সত্যিকারের আঁতের টানটুকুও আছে।

পাঁচু। আচ্ছা সামন্ত মশাই, তোমার পিসির বাড়ীতে যায় নি তো দিদি?

শিবু। পিসির বাড়ী? তা, অবিশ্যি যেতি পারে। তা দেখি সেখেনে একবার নোক পাঠিয়ে। তুই তাহলি বাড়ীতেই থাকিস, আমি একুনি আসতেছি।

[প্রস্থান]

পাঁচু। দিদির যত আদিখ্যেতা। ভারী তো তোর দেওরের ছেলে, তা তার জন্যি একেবারে বিশ্বশুদ্দু অন্ধকার দেখতেছিস। ছেলে নেই, পুলে নেই, এতটা বিষয় সম্পত্তি—তা নিজের ভায়ের ছেলেটারে পুষ্যি নে।

ফেলা। [নেপথ্যে] শিবুদা আছ নাকি? ও শিবুদা।

পাঁচু। কে? ভেতরে এসো।

[ফেলারামের প্রবেশ]

পাঁচু। ও, ফেলারাম, তা কি খবর?

ফেলা। এই এনু এট্টু, শিবুদার ঠেঁয়ে।

পাঁচু। ছোঁড়াটার কোন খোঁজ পেলে নাকি?

ফেলা। হ্যাঁ, খবর এট্টা পেয়েছি, তবে—

পাঁচু। আরে হবে, হবে। সে তো তোমারে বলেই রেইখেছি ফেলারাম, পাকা খবর যদি দিতি পারো, তাহলি নগদ—

ফেলা। আরে সেই কথা বলতিই তো এয়েছিনু গো। খবর একেবারে পাকা। বাজে খবরের কারবার ফেলা চৌকিদার করে নে।

পাঁচু। আঃ। কাজের সময় এতো বকো ক্যানে বল তো ফেলারাম। বাজে কথা রেইখে এবার কাজের কথায় এসো।

ফেলা। এই ছাকো, তুমি রাগ করতেচ পাঁচুদা। আরে কাজের কথাইতো বলতেছি। কিন্তু ও তোমার দুট্যাকায় হবে নে পাঁচুদা। নিদেন পাঁচটা ট্যাকা চাই।

পাঁচু। এঃ, ট্যাকা একেবারে খোলামকুচি পেইয়েছ না? মাটিতে দশ হাত গত্ত খুঁড়ে ছাকো দিকি, পাঁচটা পয়সা কোথাও পাও নাকি? মানুষের দরকারী খবর নে অমন দর কষাকষি করতি নেই ফেলারাম। তাতে ভারী অধম্ম হয়। তুমি তিনটে ট্যাকা নিওখন।

ফেলা। ও তিন ট্যাকায় হবে নে পাঁচু দা। বলে—এই সব খোঁজ খবর করতি যেয়ে এ'কদিনে তাড়িই খেইয়ে ফেইলেছি তিন ট্যাকার।

পাঁচু। মিছে কথা বলিস নে ফেলারাম। অধম্ম হবে। চৌকিদার মানুষ তুই। তুই কি আর পয়সা দে—

ফেলা। হে-হে-হে, তা অবশ্যি সত্যি কথা। তোমাদের আশীর্ব্বাদে ফেলারামেরে খাতির সকলেই করে। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি চারটে ট্যাকা দিও।

পাঁচু। সে হবেখন। এখন খবরখানা ছাড় দিকিনি ফেলা।

[শিবুর প্রবেশ]

পাঁচু। সামন্ত মশাই, সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

শিবু। কোথায়? কোথায়? কে খবর দিলে?

পাঁচু। এই তো ফেলারাম খবর এইনেছে।

শিবু। অমুক বিমুক হয় নি তো? তা গাড়ী নিয়ে চলো না একুনি দুজনে যাই।

ফেলা। আরে না, না—অমুক বিমুক করবে ক্যানে। বাহাল তবিয়তেই আছে। নাম ভাঁড়িয়ে—

শিবু। নাম ভাঁড়িয়ে?

ফেলা। তবে আর বলতেছ কি? নাম ভাঁড়িয়ে পাচলার সরকারা পোলের কাজে নেইগেছে।

শিবু। পাঁচলার পোলের কাজে নেইগেছে? কার কথা বলতেছে, ও পাঁচু?

পাঁচু। আরে না, না, দিদির কথা লয়। গয়ারামের কথা বলতেছে ফেলা।

শিবু। ও, গয়ারামের কথা, আমি মনে করমু—

পাঁচু। তুমি ফেলারে চারটে ট্যাকা গ্যাও দেখি।

শিবু। এখন ও সব থাক পাঁচু। ঘরের মানুষটার একনো কোন খবর পেনু নে।

পাঁচু। কিন্তু এ সুযোগ হাত ছাড়া করলি—

শিবু। না পাঁচু, আগে সে ফিরি আসুক তারপরে—

পাঁচু। আচ্ছা, আচ্ছা, চারটে ট্যাকা তো এখন ফেলারে গ্যাও। তারপর—

শিবু। কিন্তু—[পাঁচুর হাতে টাকা দিল]

পাঁচু। এই নাও, খবর পাকা তো?

ফেলা। পাকা বইলে পাকা। একেবারে যাকে বলে গাছ পাকা। আচ্ছা তাহলি চলি শিবুদা, চলি পাঁচুদা।

[প্রস্থান]

পাঁচু। সামন্ত মশাই, খবরটা যখন পাওয়াই গেল—তখন দিদি আসতি না আসতি কাজটা শেষ করি ফেলি চলো।

শিবু। মনটায় বড় কু ডাক ডাকতিছে হে পাঁচু। পিসির বাড়ীতে নোক পাঠাব বলে তো গেনু—তা হঠাৎ পিসির ভাসুরপো গোবরার সঙ্গে দেখা, সে তো বললে—আচ্ছা পাঁচু, শেষকালে আত্মঘাতী হয় নি তো বড় বৌ?

পাঁচু। তুমি খেপেছ সামন্ত মশাই। দিদি আত্মঘাতী হতি যাবে কোন দুঃখে। তুমি ও সব আবোল তাবোল ভাবনা ছাড়ো দিকি।

শিবু। না পাঁচু, মনটা কিছুতেই সুস্থির হচ্ছেনি। এতটা বাড়াবাড়ী না করলিও হত।

পাঁচু। আমি তোমারে বলতেছি সামন্ত মশাই। রাগ পইড়ে গেলে দিদি আপনিই ফিরবে। তুমি ত্যাতক্ষণ এট্টু বিশ্রাম লেও, আমি সব জোগাড় যন্তর কইরে রাখি। কাল সকালেই আদালতের প্যায়দা আর আমাদের ফেলা চৌকিদাররে নে গে তাকে ক্যাঁক কইরে ধরব।

[দুজনে ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

দশম দৃশ্য

[পাঁচলার পোলের সন্নিকট। শ্রমিক কর্মচারীদের বসবাসের জন্য নির্মিত অস্থায়ী চালাঘর দেখা যাচ্ছে।]

শিবু। এ যে একেবারে এলাহি কাণ্ড হে পাঁচু। এত বড়ো তেপান্তরের মত মাঠখানাতে এ যে একেবারে ছিনাথের মেলা বইসে গিয়েছে হে।

পাঁচু। তাই তো দেকতেচি। আমি তো বড় ইদিকে আসি-টাসিনে, তাই ঠিক—

পেয়াদা। তা বুজলেন পঞ্চানন বাবু—

পাঁচু। পঞ্চানন নয়, পেয়াদা মশাই—পাঁচু, পাঁচু। ঠাক্‌মার মুখে গপ্প শুনেছি, আমাদের তিপুন্নির পাঁচু ঠাকুরের দোর ধইরে আমার জন্ম—তাই ঠাক্‌মা আমার নাম রেইখেছে পাঁচু।

পেয়াদা। তিপুণ্যির পাঁচুঠাকুর? বড্ড জাগ্রত দেবতা মশাই। আমার বড় শালাজের ভাইঝিজামাই, বুজেছেন—তার সাক্ষাৎ মাসতুতো বোন—আপনাকে বলব কি মশাই, জন্ম থেকেই একেবারে ক্যাঁকলাসের মতন চেহারা।

ফেলা। ও ঐ রকম হয় বটে কারো কারো।

পেয়াদা। আরে শোনই না চৌকিদার ভায়া। মেয়ের বয়েস বাড়ে কিন্তু শরীরে আর আপনার, বুজলেন পঞ্চানন বাবু—।

পাঁচু। আঃ, পাঁচু বাবু—

পেয়াদা হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঁচু বাবু, তা বুজলেন, পাঁচু বাবু, মেয়ের শরীরে আর গত্তি লাগে না। ভাবনায় ভাবনায় বাপ-মায়ের না আছে মুখে অন্ন, না আছে চোকে নিদ্রা। একেবারে যারে বলে ন যযৌ, ন তস্থৌ অবস্থা—

পাঁচু। ও বাবা, তা মানে কি এর ?

পেয়াদা। ও হ'ল আপনার সংস্কৃত শাস্তর বচন—মানে হ'ল গিয়ে—রাকতিও পারে না, ছাড়তিও পারে না।

ফেলা। ক্যানে, রাকতি পারছে না ক্যানে ?

পেয়াদা। আরে রাকবে কি কইরে ? যম ওদিক থেইকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে না। তা শেষ পজ্জন্ত বুঝলেন পাঁচুবাবু—মেয়ের দিদিমা গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়লে পাঁচুঠাকুরের দোরে—তবে তার রেহাই। তা, সেই পাঁচুঠাকুরের দোর ধরি আপনার জম্ম, আপনি তো ক্ষণজম্মা পুরুষ—

পাঁচু। বুজলেন পেয়াদা মশাই, নেহাৎ কপাল দোষে চাষীর ঘরে এইসে জম্মেছি। নইলে—

ফেলা। পাঁচুদা, গপ্প তো খুব জুড়েছ। দেরী হলি কিন্তু পাকী ওদিকে ফুড়ুৎ করি পালিয়ে যাবে।

পেয়াদা। বলি উড়ে আর যাবে কোথায় চৌকিদার ভায়া ? চাদ্দিগে জাল যে ভাবে পেইতেছি, তাতে আর উড়তি হবে নে।

পাঁচু। উড়বে অমনি বললিই হল ? অমন কাঁচা কাজ পাঁচু লস্কর করে না।

শিবু। কিন্তু চারিদিকে এত নোকজন, লোহা-লক্কর, কলকারখানা—একানে ছোঁড়াটারে তুমি কোথায় খুঁজে পাবে বল তো পাঁচু ?

পাঁচু আরে সে সব খবর আমি নিয়ে এইসেছি সামন্ত মশাই। সে এখানে সায়েবের বাংলা নেখা-পড়ার কাজ করতেচে।

শিবু। নেখাপড়ার কাজ করতেচে ? তা হলি তো ছোঁড়টার এলেম আছে পাঁচু ?

পাঁচু। হ্যাঃ, বাংলা নেখাপড়ার কাজ, তার আবার এলেম। তা ও পেয়াদা মশাই, আপনার আবার সাক্ষীসাবুদ লাগবে নাকি ?

পেয়াদা। অরে না, না, এতো কি বলে ক্রোকের পরোয়ানা নয় যে, কি আটক করলুম—কতটুকু আটক করলুম, তার আগাপাস্তলা সব ফিরিস্তি নাগবে, কিংবা সাক্ষীসাবুদ নাগবে। এ হল কি বলে—বজি ওয়ারেন্ট। সুতরাং ও সব ঝামেলা ঝক্কি কিছু নেই।

পাঁচু। ও ই! ঝামেলা কিছু না থাকলিই হ'ল। ছোঁড়াটা আবার এট্টু গুণ্ডা কিনা।

পেয়াদা। আরে রাকুন মশাই আপনার গুণ্ডা। হাকিমের পরোয়ানা নিয়ে কোর্টের পেয়াদা এইলে, দড়িছেঁড়া বলদ অবদি আপনার থির হইয়ে দাঁড়িয়ে যায়—আর এতো আপনার বাচ্চা এট্টা ছেইলে।

ফেলা। তাই না তাই। আপনি কোর্টের প্যায়দা আছেন, আমি থানার চৌকিদার আছি। গুণ্ডামি অমনি করলিই হল?

শিবু। অযথা তুমি ছেলেটারে দুষতেছ পাঁচু। ছোঁড়াটা এট্টু ডাকাবুকো ঠিকই। তা বইলে গুণ্ডা বদমাস সে নয়।

পেয়াদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। তা যা বলছিলাম পাঁচুবাবু, কোর্টে চাকরী করে, এই দুটো চম্মচক্ষে দেখলুম মশাই অনেক। তার উপর মনে করুন ফৌজদারী কোর্ট আপনার হল গিয়ে হরিহর ছত্রের মেলা। শালীনতাহানি, ফুস্‌লানি, পকেটমারা থেকে সুরু কইরে—

পাঁচু। জানি মশাই জানি। আপনার আশীর্ব্বাদে ফৌজদারী আদালতের ব্যাপার-স্যাপার ও আমার সব নখদর্পনে আছে।

পেয়াদা। সে অবশ্য আমি এক আঁচড়েই বুইজেছি। তেবু শত হলিও আপনারা সব পব্‌লিক কি না।

পাঁচু। কি লিক?

পেয়াদা। পব্‌লিক—মানে সাধারণ নোক আর কি! তা আপনি কিছু ভাববেন না, আপনি শুদু আসামীকে এট্টু আডেন্টিটি কইরে দেবেন।

শিবু। কি কইরে দেবে?

পেয়াদা। আডেন্টিটি।

পাঁচু। ও বাবা, সে আবার কি ?

পেয়াদা। আডেন্টিটি বুজলেন না ? সনাক্তকরণ মশাই, সনাক্তকরণ।

শিবু। ও, সনাক্তকরণ। তাই বলুন। আমি মনে করনু না যেন এট্টা কি ?

ফেণা। তা খোল্‌সা কইরে বাংলায় বললিই পারেন—দারোগাবাবুর টাট্টু ঘোড়াটার মতন ইন্‌জিরি কথার চাঁট্ মারেন ক্যানে ?

পেয়াদা। কোর্টে কাজ কইরে কইরে ইংরেজিটা আমার এমন লব্‌জ হইয়ে গিয়েছে—বল্‌তি না চাইলেও মুক দে বেরিয়ে পড়ে। ফলে হইয়েছে কি জানেন ? সব কথারে আবার বাংলায় ক্যালিফাই কইরে দিতে হয়।

পাঁচু। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেন পেয়াদা মশাই। শেষে না ছোঁড়াটা ভেইগে যায়।

পেয়াদা। আরে না, না, ভেইগে যাবে কোথায় ? তবে আপনি সমস্ত ঠিকঠাক জেইনে নিয়েছেন তো পাঁচুবাবু ? ফল্‌সো হইলে কিন্তু হুজ্জোত হইয়ে যাবে মশাই। একেবারে ডিফোরমিশন স্যুট, মানে—মানহানির মামলা হইয়ে যাবে। তখন আমাদের জুরিডিকেশনের বাইরে চইলে যাবে। আর সেই সঙ্গে আমারও প্রেস্টিগ—মানে সম্মান ড্যামারেজ খেইয়ে যাবে।

শিবু। পেয়াদা মশাই কি বলচেন শুনতিছ তো পাঁচু। বুড়ো বয়সে আমারে যেন আবার দয়ে মজিও না বাপু!

পাঁচু। তুমি একেবারে নিব্‌ভাবনায় থাকো সামন্ত মশাই। আমি সব ভাল কইরে জেইনে বুইজে নিয়েছি। এখন এট্টু পা চালিয়ে চলো।

[সকলের প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

একাদশ দৃশ্য

[পাঁচলার পোলের সন্নিকট। শম্ভু ও বিন্দুর প্রবেশ]

বিন্দু। তোমার বাপু একেবারে উঠল বাই তো কটক যাই। নিজি একবা এসি জেইনে বুইজে যাবে, তা নয়—

শম্ভু। ও আর বোজাবুজি নেই রে, বোজাবুজি নেই। য্যাকনি শুনমু যে ব বৌঠানরে কোথাও খুঁইজে পাওয়া যেইতেছে না—ত্যাকনি আমি বুই নিইয়েছি—নিঘ্যাৎ বড় বৌঠান এই পাঁচলায় এইসে উইঠেছে।

বিন্দু। সেদিন তো বড়গিন্নী কত ঠ্যাকার দেখালে—গয়ারামের রোজগারে পিত্যেস আমরা করি ? আর একন ?

শম্ভু। তোর বড় কুচুটে মন ছোট বৌ। দাদার সম্সারে কি অভাব কি আছে যে, যথাসব্বস্ব ফেইলে রেইকে—

বিন্দু। ছাখো, পথেঘাটে যেকেনে সেকেনে যা তা বলুনি বলতোছ, আমি কুচুটে

শম্ভু। নয় তো কি ? তুইই তো, আমার কান ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে—

বিন্দু। ও! আমারই একন সব দোষ হইয়ে গেল। তবে সাদ কইরে তো হতি গেছলে ক্যানে ?

শম্ভু। আরে ত্যাকন কি ত্যাতো বুজেছিমু। একন তো দেকতেছি পেথ হইয়ে খুব ভুল কইরেছি। খরচাকে খরচা বেইড়েছে, ওদিকে আবা ছেলেমেয়েগুলোরে নে তোরও হতিছে হাড়ির হাল। এট্টু রয়ে সময়ে যদি থাকতি পারতিস—

বিন্দু। সে আমি পারবনে বাপু। না খেইয়ে থাকি সেও ভাল, কিন্তু বড় গিন্নীর ঠ্যাকার আমি সইতি পারবুনি। বাবা! মাগীর মুক তো নয়—

শম্ভু। ও ওই মুকেই। মুকে এট্টু কালো কথা বলে বটে, কিন্তু বড় গিন্নী মনটা বড় নরমরে। ছেলেমেয়েগুলোরে বড্ড ভালবাসে।

বিন্দু। তা অবশ্যি বাসে। ছোট ছেইলেটা আজও তো জ্যেঠী! জ্যেঠী কইরে কাঁদতিছেল—

শম্ভু। তবে। আরে, ছোট ছেলেমেয়েরাই ঠিক আদরের জনের মম্ম বুজতি পারে। আর তা ছাড়া—সম্‌সারের অত যে কাজ, সবই তো বড়গিন্নী বুক দে পইড়ে সামলাতো না, কি ?

বিন্দু। তা তো সামলাতো। কিন্তু তাই বইলে, একবার ভেন্ন হইয়ে গে, আর তো নিজি থেকি—

শম্ভু। না, তা আর একন হয় নে। তবে এট্টা কথা তোকে বলি ছোট বৌ, জানিনে, বড় বৌঠান পাঁচলাতেই এইসে উঠেছে কিনা—তবে দ্যাকা হলিই যেন আবার তার সঙ্গে কোঁদল জুইড়ে দিস নে।

বিন্দু। হ্যাঁ! কোঁদল করাই আমার স্বভাব কিনা, তাই দ্যাকা হলিই তার সঙ্গে কোঁদল জুড়ব। তবে হ্যাঁ, এট্টা পষ্ট কথা কিন্তু তাকে বলবই বাপু—সে তুমি রাগই করো, আর গোসাই হও।

শম্ভু। কি ? কি কথা তাকে শোনাবি শুনি ?

বিন্দু। এট্টা কথাই তাকে বলব আমি—আমার ছেলের রোজগারই তো একন সে খেইতেছে।

শম্ভু। হ্যাঁ। ভারি ন' শো পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতেছে তোর ছেলে, যে বড় গিন্নী তার—

[জলভরা কলসী নিয়ে গঙ্গমণির প্রবেশ]

গঙ্গা। একি ! ঠাকুরপো যে ! তুমি একানে ? আয় ছোট বৌ, পরের মতন বাইরে দাঁড়িয়ে ক্যানে রে।

শম্ভু। ইয়ে মানে—ছোঁড়াটার এট্টু খোঁজ খবর নিতে এনু। তা ছোট বৌ বললে—

গঙ্গা। একেই বলে নাঁতের টান। ও তোমার ঝগড়া-কোঁদল যাই করি, কেউ কি কাউকে আমরা ছেইড়ে থাকতি পারি। তা হ্যাঁরে ছোট বৌ, ছেইলে-মেয়েগুলোরে আনলি নি যে বড়। কথা কচ্ছিসনে যে, আমি তোর মায়ের মতন ছোট বৌ। মুকে হয়তো পাঁচ কথা কই, কিন্তু আমার বুকির মদ্দি—

বিন্দ। সে জন্যিই তো এনু দিদি। সম্পার করতি গেলি ওরকম ঝগড়াঝাটি কত হয়, তা বইলে কি আর—

গঙ্গা। এইসো ঠাকুরপো, বাড়ীর ভেতরে এইসো—আয় ছোট বৌ।

[তিন জনেই ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে পাঁচু, শিবু, পেয়াদা, ও ফেলা এসে ঢুকল।]

পাঁচু। এই—এই ঘরটাতেই তো সে থাকে বললে। তোমরা সব একানে এট্টু দাঁড়াও, আমি আড়াল থেকি কান পেইতে শুইনে আসি।

[পা টিপে টিপে গিয়ে কান পেতে শোনে]

সামন্ত মশাই, এ নিঘ্যাৎ গয়ারামের গলা। এবার বাছাধনকে পেইয়েছি। পেয়াদা মশাই, আপনি গিয়ে ওর সাড়াটি লিন। আমরা এট্টু আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেইরে থাকি। চইলে এসো সামন্ত মশাই, ফেলা আয়—

[পেয়াদা ছাড়া সকলের প্রস্থান]

পেয়াদা। ঘরে কে আছেন?

গয়া। [ঘর থেকে] কে? কাকে চাইছেন?

পেয়াদা। এট্টু বাইরে আসবেন?

গয়া। [ঘর থেকে] থেইতে বইসেছি, এট্টু দাঁড়ান।

[গয়া এঁটো হাতে দরজা খুলে দাঁড়াল]

গয়া। কে? কাকে খুঁজছেন?

পেয়াদা। তোমার নাম গয়ারাম সামন্ত?

গয়া। হ্যাঁ, কেন?

পেয়াদা। পিতা শম্ভু সামন্ত। সাকিন—

গয়া। অতো খবরে আপনার দরকার? আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন?

পেয়াদা। বলছি বাপু বলছি, সময়ে সব জানতি পারবে। এখন যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও দিকি।

গয়া। কেন? আপনার এত কথার জবাব দিতি যাব কোন্ সুবাদে?

পেয়াদা। সুবাদ বল সুবাদ, আর বিবাদ বল বিবাদ—ব্যাপার এট্টা আছে বাপু। নইলে কি আর এই ঠায় তুপুরটার সময়, শরীরে একনো এট্টু তেল-জল পড়ল নি, তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতে করবার জন্যি এতটা পথ ঠেঙ্গিয়ে এইসেছি। একন সিদে কথায় জবাব ত্যাও দেকি—পিতার নাম শম্ভু সামন্ত কি না?

গয়া। হ্যাঁ

পেয়াদা। আর সাকিন হল গে তোমার?

গয়া। মীরপুর।

পেয়াদা। মীরপুর? বাস—রাম, তুই, সাড়ে তিন কইয়ে সবই তো বললে বাপু, তবে আর এতক্ষণ খুঁটো উপ্‌রোবার চেষ্টা করছিলে ক্যানে? পাঁচুবাবু আসুন—আসামী ক্যাচ-কট-কট।

[পাঁচু, শিবু ও ফেলার প্রবেশ]

পাঁচু। তারপর সোনার চাঁদ, নাম ভাঁড়িয়ে খুব তো পাঁচলার কাজে এইসে ভিড়েছ—একন? পেয়াদা মশাই, হলফনামা জারী করুন।

পেয়াদা। আসামী গয়ারাম সামন্ত, মহামান্য আদালতের হুকুমে স্ত্রীলোককে প্রহার, জিনিসপত্র তছরুপাত ও অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে তোমাকে ধৃত করিয়া আদালতে উপস্থিত করিবার মানসে আমরা এখানে আসিয়াছি।

[ঘরের মধ্য থেকে গঙ্গামণির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"ভাত ফেইলে আবার কোথা গেলি? ও মুকপোড়া"—বলতে বলতে বাইরে এসে দাঁড়াল]

পাঁচু। একি! দিদি তুমি!

গঙ্গা। গন্ধে গন্ধে একানেও এইসে জুটেছিস পেঁচো। ছেলেটারে কি তুই এট্টু শান্তিতি থাকতি দিবি নে। তোর বোনাইরে বল—গয়াকে জেল ফাঁসি যা ইচ্ছে হয় দিক। তার আগে আমারে যেন গলায় পাড়া দিয়ে মারে। ও মুক পোড়া ফেলারাম—বছর বছর পাব্‌নি আর ধামা ধামা মুড়ি-মুড়কি

নে গেছিস কি আমার এই সব্বনাশ করতি। বলি, মুড়ো ঝ্যাঁটার বাড়ি যদি খেতি না চাস—

পেয়াদা। আমার উপর যেন রাগ কোরো নি মা-জননী। সরকারী কর্ম্মচারী আমি, মহামান্য আদালতের হুকুমে—

শিবু। এমন কইরে বাড়ী ঘর ফেলি চলি আসতি হয় বড বৌ? আমরা যে কত চিন্তায় মরতেছি, সে কথা একবার মনে হ'ল না তোর। ও পেয়াদা মশাই, আপনি একন আসেন, আপনার ও আডেন্টিটি আর কাজে লাগবে নি।

গঙ্গা। না-না-এই ভর দুপুরে—না খেইযে দেইয়ে উনি যাবেন কোথা?

[গান গাইতে গাইতে বৈরাগীর প্রবেশ]

গান

ঐ ছাখ্ মা চেয়ে নন্দরাণী, পোহাল তোর বিভাবরী,
এবার গোপালকে নে মা যশোদা, ভাসাও তোমার সোনার তরী।
অভিমানে নন্দ রাজা,
তোর গোপালে দিল সাজা,
সে আজ আপনি কেঁদে
এলো সেধে,
নিতে গোপালে বুকে করি॥

[গান শেষ করে বৈরাগী চলে গেল]

গঙ্গা। ওরে ও মুকপোড়া গয়া, হাঁ কইরে দেঁড়িয়ে দেখতেছিস কি? তেল গামছা-টামছা কি আছে বার কইরে দে—ওঁয়ারা নদী থেইকে গে ডুব দিয়ে আসুক, আমি ত্যাতক্ষণ আর এক হাঁড়ি চড়িয়ে দিই—

[ইতিমধ্যে শম্ভু এসে দাঁড়াল]

শিবু। একি! শম্ভু! তুই একানে?

শম্ভু। শুধু আমি ক্যানে? তোমার ছোট বৌমাও তো এইয়েছে।

গঙ্গা। ওরে! ও ছোট বৌ! একবার বেরিয়ে এইসে ত্থাকয়ে—তোর ভাসুর আমাদের সব নিতি এইয়েছে।

[বিন্দুর প্রবেশ]

পাঁচু। সামন্ত মশাই, মামলার ফলটা তা হলি কি হল?

গঙ্গা। হ'ল তোর মাথা আর মুণ্ডু। শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর নেইয়ে আয়—তারপর এট্টা গরুর গাড়ীর জোগাড় ত্থাক্। খেইয়ে দেইয়ে আবার তো সব ফিরতি হবে, না কি!

য ব নি কা